بسم الله الرحمن الرحيم

অনুচ্ছেদঃ মসজিদের আদব সমুহঃ

১. রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বিভিন্ন স্থানের প্রয়োজনীয়তানুসারে মসজিদ তৈরী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ" যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ তার জন্য অনুরূপ একটি ঘর জান্নাতে প্রস্তুত করবেন।" (সহীহ মুসলিম)

২. আজান হওয়ার পর বৈধ ওজর ব্যতীত মসজিদ থেকে বাইরে যাওয়া যায়েজ নয়। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ"আজান শোনার পর যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে কোন প্রয়োজন ছাড়াই বের হবে। এবং তার ইচ্ছাও নেই যে সে পুনরায় মসজিদে আসবে - তবে সে মুনাফিক।" (ইবনে মাজাহ্)

৩. শরীয়তে মসজিদকে পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে তাগিদ এসেছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নিত জনৈক কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা মসজিদে নববী পরিষ্কারের কাজ করত। কয়েক দিন থেকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তার কি হয়েছে ? বলা হল ঃ সে মারা গিয়েছে , অতঃপর তাকে দাফন করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন ? কোথায় তার কবর? অতঃপর তিনি তার কবরের কাছে গিয়ে তার জানাযা পড়লেন। (সহীহ বুখারী,মুসলিম,ইবনে মজাহ)

৪. রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে থুথু ফেলতে নিষেধ করেছেন। একদা তিনি মসজিদের সম্মুখভাগে কফ দেখতে পেলেন। অতঃপর জনমন্ডলিকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ"কি ব্যাপার তোমাদের মধ্যে একজন স্বীয় প্রভূর সম্মুখে দন্ডয়মান হয়, অতঃপর তার সামনে থুথু নিক্ষেপ করে ? সে কি এটা পছন্দ করে যে তার সামনে এসে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করা হবে? যদি থুথু নিক্ষেপ করতেই হয় তবে বাম পয়ের নীচে তা করবে। অথবা এই ভাবে স্বীয় কাপড়ে তা নিক্ষেপ করবে।" (আবু হুরয়রা বলেন ঃ আমি দেখতে পাচ্ছি - তিনি কাপড়ে থুথু ফেলে অন্য অংশ দিয়ে তা ডলে দিচ্ছেন।) (সহীহ মুসলিম)

৫. মসজিদে বেচা- কেনা করা, হারানো বস্তু খোজ করা বা সে ব্যাপারে ঘোষনা দেয়া বৈধ নয়। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ " যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে মসজিদে কেনা - বেচা করতে দেখবে তখন তার উপর বদদোয়া করে বলবে ঃ আল্লাহ তোমার ব্যাবসায় লোকসান দিক। আর কাউকে যদি হারানো বস্তু মসজিদে এসে খুজতে দেখ বা সে সম্পর্কে ঘোষনা করতে দেখ। তবে বলবে আল্লাহ্ করে বস্তুটি তুমি খুজে না পাও।" (তিরমিযী, নাসায়ী)

৬. মসজিদে আগমনের সময় বা মসজিদে নামাজের অপেক্ষায় বসে থেকে তাশবীক থেকে বিরত থাকবে। (তাশবীক অর্থ- এক হাতের আঙ্গুল সমহ অপর হাতের আঙ্গুল সমহে প্রবেশ করানো।) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেনঃ "তোমাদের কেহ যখন বাড়ীতে অজু সম্পাদন করে অতঃপর মসজিদে আগমন করে। তাহলে বাড়ী ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সে যেন নামাজ রত থাকল। আতএব সে যেন এ রূপ না করে। অতঃপর তিনি স্বীয় আঙ্গুল মসহ একটির ফাঁকে অন্যটি প্রবেশ করালেন।" (ইবনে খুযাইমা, হাকেম)

৭. মসজিদকে পারাপারের রাস্তা হিসাবে গ্রহন করতে নিষেধ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ "মসজিদে নামাজ এবং আল্লাহর জিকির ব্যতীত অন্য কিছু করবে না। এবং উহাকে রাস্তা বানাবে না।(ত্বরানী)

৮. মসজিদে দুনিয়াবী বিষয়ে বা প্রয়োজনহীন কোন কথা বলা যয়েজ নয়। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ "অচিরেই শেষ যুগে এমন একদল লোক বের হবে যারা মসজিদে বসে (প্রয়োজনহীন) কথা-বার্তা বলবে।আল্লাহর দরবারে তাদের কোনই প্রয়োজন নাই। (ইবনে হিব্বান)

৯. রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কাঁচা পিয়াজ বা কাঁচা রসুন খেয়ে অথবা দুর্গন্ধযুক্তাবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা বনী আদম যে বিষয়ে কষ্ট অনুভব করে ফিরিস্তাগণও তা থেকে কষ্ট অনুভব করেন। হাদীসে এরশাদ হচ্ছে ঃ "দুর্গন্ধ যুক্ত এই দুটি সব্জি খেয়ে তোমরা মসজিদে প্রবেশ করা থেকে সাবধান। যদি খেতেই হয় তবে আগুনের সাহায্যে উহার দুগর্ন্ধ ধ্বংস করে নিবে।" (ত্বরানী)

১০. আল্লাহর নিকট পৃথিবীর সর্বত্তোম স্থান তাঁর মসজিদ সমহ। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ "আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় শহর হচ্ছে মসজিদ সমহ। আর তার নিকট নিকৃষ্টতম শহর হচ্ছে বাজার সমহ।" (সহীহ মুসলিম)

১১. মসজিদে গমন কারীর জন্য প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে পন্য (ছওয়াব) নির্ধারিত হয় । মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি জামাতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে, তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে পাপ মোচন হয়, দ্বিতীয় পদক্ষেপে একটি পণ্য লিপিদ্ধ হয়। মসজিদে গমন এবং প্রত্যাবর্তন উভয় অবস্থায় এই প্রতিদান পাওয়া যায়। (আহমদ, ত্বরানী)

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে গমন করার আদব সমহ ঃ

নামায অর্থ আল্লাহর সম্মুখবর্তী হওয়া, তাঁর সামনে দন্ডায়মান হওয়া। তাই এ ক্ষেত্রে কত গুলো সুন্নত রয়েছে ঃ

১. ধীর-স্থীর এবং প্রশান্তির সহিত নামাযের দিকে গমন করা।

২. তাশবীক অর্থাৎ এক হাতের আঙ্গুল সমহ অপর হাতের আঙ্গুল সমহের ফাঁকে প্রবেশ না করানো।

৩. নামাজে গমন করার সময় দ্রুত গতি বা তাড়াহুড়া না করা। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ "যখন নামাজের ইকামত প্রদান করা হয় তখন তাড়াহুরা করে নামাজের দিকে আসবে না। বরং ধীর-স্থীর এবং প্রশান্তির সহিত আগমন করবে। অতঃপর নামাজের যতটুকু অংশ পাবে তা আদায় করবে। আর যা ছুটে যাবে তা (পরে) পর্ন করে নিবে।" (সহীহ মুসলিম)

৪. রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ "নামাজের ইকামত হয়ে গেলে সেই নির্ধারিত নামাজ ব্যতীত অন্য কোন নামাজ পড়া যাবে না।" সুতরাং ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলার পর কোন সুন্নত বা নফল নামাজ আরাম্ভ করা উচিৎ নয়। যদি আগে থেকে কোন নামাজ শুরূ করে থাকে তবে হালকা করে উহা শেষ করার চেষ্টা করবে, অবা সেই নামাজ ছেড়ে দিয়ে ফরজ নামাজে শরীক হবে।

৫. মসজিদে প্রবেশের মুহুর্তে ডান পা আগে রাখবে। এবং নিম্নক্ত দোয়া পাঠ করবে।

" بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي "

ক) অর্থ ঃ "আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি,সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুলের উপর। হে আল্লাহ ! আমার পাপরাশী ক্ষমা কর।" (ইবনে মাজহ্)

(اللهم افتح لي أبواب رحمتك)

খ) অর্থ ঃ " হে আল্লাহ ! তোমার রহমতের দরজাসমুহ আমার জন্য খুলে দাও। " (সহীহ্ মুসলিম)

(أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)

গ) অর্থ ঃ " মহান আল্লাহর নিকট তাঁর সম্মানিত সত্বা এবং চির অক্ষয় রাজত্বের উসিলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রর্থনা করছি।" (আবু দাউদ) কেহ এই দোয়া পাঠ করলে শয়তান বলে, পরা দিন এ ব্যক্তি আমার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে গেল।

৬. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে রাখবে, অতঃপর পাঠ করবেঃ

" بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي "

ক) অর্থ ঃ "বের হচ্ছি আল্লাহর নামে, সালাম (শান্তি) বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ (সাঃ) উপর । হে আল্লাহ! আমার পাপ রাশী ক্ষমা কর।" (ইবনে মাজাহ্)

(اللهم أني أسألك من فضلك)

খ) অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! নিশ্চয় আমি তোমার অনুগ্রহ প্রর্থনা করছি।" (সহীহ মুমলিম)

(اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم)

গ) অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! বিতাড়িত শয়তান থেকে আমাকে নিরাপদ রাখ।" (ইবনে মাজাহ)

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের পদ্ধতি ঃ

কোন নামায তখনই বিশুদ্ধ বলে প্রমানিত হবে যখন পর্ন ভাবে তাতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর হেদায়েত একক ভাবে অনুসরন করা হবে।রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

(صلوا كما رأيتموني أصلي) অর্থ ঃ আমাকে যে ভাবে নামায পড়তে দেখ, ঠিক সেই ভাবে তোমরা নামায আদায় করবে। (সহীহ বুখারী)

১. নামাযের ইচ্ছা করে প্রথমে কিবলামুখী হয়ে দন্ডয়মান হবে। মহান আল্লাহর সম্মুখ দাড়িয়েছি এই অনুভুতি হৃদয়ে জাগ্রত করবে। অতঃপর বিনয়াবত হয়ে নিম্নক্তো কাজ গুলো করবেঃ

ক) কাঁধ বরাবর হস্দ্বয় উত্তলন করবে এবং বলবে আল্লাহু আক্বার।

খ) অতঃপর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে উহা বুকের উপর রাখবে।

গ) সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে নিম্মোক্ত যে কোন একটি ছানা পাঠ করবেঃ

১) اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد .

(১) অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তুমি আমার এবং আমার পাপ সমহের মাঝে এমন দুরত্ব সৃষ্টি কর যেমন দুরত্ব সৃষ্টি করেছো পর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ তুমি আমাকে এমনভাবে পাপাচার থেকে পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে ধৌত করে পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ তুমি আমার গুনাহ সমুহ পানি,বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও। (সহীহ বুখারী)

২) سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ولاإله غيرك .

(২) অর্থ ঃ হে আল্লাহ তুমি পাক পবিত্র, যাবতীয় প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। তোমার নাম বরকত ময়, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই। (আবু দাউদ,তিরমিযী,ইবনে মাজাহ্,নাসাঈ)
এ ছাড়া আরো অনেক ছানা রয়েছে।

ঘ) অতঃপর নীচু আওয়াজে বলবে ঃ

(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم)

অর্থ ঃ বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করছি। শুরূ করছি সেই আল্লাহর নামে যিনি পরম করূনাময় ও দয়ালু।

ঙ) এরপর সরা ফাতিহা পাঠ করবে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

" যে ব্যক্তি নামাযে সরা ফাতিহা পড়ল না তার নমায হল না। (বুখারী ও মুসলিম)

চ) ফাতিহা পাঠ করার পর যে কোন একটি সরা বা কুরআনের যে কোন স্থান থেকে সহজ একটি অংশ পাঠ করবে। প্রথম দু'রাকাত নামাযে এরূপ করবে।

ফজরের নামাযে সুন্নত কিরাত হলো ত্বেওয়াল মুফাচ্ছাল বা দীর্ঘ সরা পাঠ করা।

মাগরীব নামাযে ক্বেসার মুফাচ্ছাল বা ছোট ছোট সরা পাঠ করা।

এবং অন্যান্য নামাযে আউসাত্বে মুফাচ্ছাল বা মাঝারী ধরনের সরা পাঠ করা।

(ক্বাফ থেকে নাস পর্যন্ত সরাগুলোকে মুফাচ্ছাল বলা হয়।)

ফজর নামায এবং মাগরীব ও এশার প্রথম দু'রাকাতে উচুঁ স্বরে কিরাত পাঠ করবে।

২. অতঃপর উভয় হস্ত উত্তোলন (রফউল ইয়াদায়ন) করে আল্লাহু আকবার বলে রূকু করবে। রূকু অবস্থায় ঃ

ক) উভয় হাত হাঁটু দ্বয়ের উপর রাখবে এবং সে অবস্থায় আঁকড়ে ধরার মত করে আঙ্গুল সমুহকে ছড়িয়ে রাখবে। আর পৃষ্ঠদেশ রাখবে একদম সোজা অবক্র।

খ) এর পর পাঠ করবে ঃ سبحان ربي العظيم

(১)উচ্চারন ঃ সুব্হানা রাব্বীয়্যাল আজীম। তিনবার বলবে।

অর্থ ঃ"আমার মহান প্রভুর মহান পবিত্রতা বর্ননা করছি।" (আবু দাউদ, তিরমিযী,নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي

(২) উচ্চারন ঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমাদের প্রভু । তোমার প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা ঘোষনা করছি। হে আল্লাহ আমাকে তুমি ক্ষমা কর।"(বুখারী,মুসলিম)

سبوح قدوس رب الملائكة والروح

(৩) উচ্চারন ঃ সুব্বুহুন, কুদ্দুসুন, রাব্বুল মালায়েকাতি ওয়ার রূহ।

অর্থ ঃ ফেরেস্তাকুল এবং রূহুল কুদুস (জিব্রীল আঃ) এর প্রতিপালক (স্বীয় সত্বায়) পত এবং (গুনাবলীতে ও) পবিত্র। (মুসলিম, আবু দাউদ)

اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي.

(৪) উচ্চারন ঃ আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'তু ওয়া বেকা আমনতু ওয়া লাকা আসলামতু ওয়া খাশাআ লাকা সাম্ঈ ওয়া বাসারী ওয়া মুখ্খী ওয়া আয্মী ওয়া আসাবী।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! তোমার জন্যই রূকু করছি। একমাত্র তোমার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তোমার কাছেই আত্মসমর্পন করছি। তোমার ভয়ে শ্রদ্ধায় বিনয়বনত হয়েছে আমার কান,আমার চোখ,আমার মন-মগজ,আমার হাড় এবং আমার স্নায়ু।" (মুসলিম,আবু দাউদ)

سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة .

(৫). উচ্চারন ঃ সুবহানা যিল জাবরূতি ওয়াল মালাকুতি ওয়াল কিবরিয়্যায়ি ওয়াল আজামাহ্।

অর্থ ঃ "পাক পবিত্র মহান সেই আল্লাহ যিনি বিপুল শক্তির অধিকারী বিশাল সম্রাজ্য, বিরাট গৌরব-গরিমা এবং অতুল্য মহত্বের অধিকারী।" (আবু দাউদ,নাসাঈ)

৩. অতঃপর তাকবীর দেয়ার মত দু'হাত উত্তোলন করে রূকু হতে উঠে দাঁড়াবে এবং বলবে ঃ

سمع الله لمن حمده

(ক) উচ্চারন ঃ সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ্।

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা শুনে থাকেন ।" ইমাম বা একাকী নামায আদায় কারী ব্যক্তি এরূপ বলবে।

অতঃপর সবাই বলবে ঃ ربنا ولك الحمد রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ , অথবা ربنا لك الحمد রাব্বান লাকাল হামদ ,অথবা اللهم ربنا ولك الحمد আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ , অথবা اللهم ربنا لك الحمد আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ।

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভু ! তোমার জন্যই অধিক হারে বরকত পর্ন পবিত্র সমস্ প্রশংসা। (বুখারী,ফাতহুল বারী)

এরপর ইচ্ছা করলে নিম্নাক্ত দুআগুলোও পড়তে পরে ঃ

ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثناء المجد أحق ما قال العبد ، و كلنا لك عبد . اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .

উচ্চারন ঃ মিল্আস্ সামাওয়াতি ওয়া মিল্আল আরযি ওয়া মিল্আ মা শি'তা মিন শাইয়িন বাদু । আহলাস্ সানায়ি ওয়াল মাজ্দি আহাক্কু মা ক্বালাল আবদু, ওয়া কুল্লুনা লাকা আবদুন্। আল্লাহুম্মা লা মানেআ লিসা আত্বায়তা ওয়ালা মুত্বিয়া লিমা মানাতা ওয়ালা ইয়ান্ফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! তোমার জন্য আকাশ এবং পৃথিবী পর্ন প্রশংসা এবং এতদুভয় ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা ভর্তি প্রশংসা তোমার জন্য। হে প্রশংসা,প্রশস্তি এবং মহত্ব ও সম্মানের অধিকারী আল্লাহ! তোমার প্রশংসায় কোন বন্দা যা বলে তুমি তার চাইতে ও অধিক প্রশংসার হকদার। আমরা প্রত্যেকেই তোমার বান্দা। হে আল্লাহ ! তুমি যা দাও তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই। তুমি যা বন্ধ কর তাও দেয়ার মত কেউ নেই। আর তোমার (শাস্তি) হতে কোন বিত্তশালী ও পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন সম্পদ বা পাদমর্যাদা রক্ষা করতে পারবে না। (মুসলিম)

অথবা বলবে ঃ

ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ، اللم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .

উচ্চারন ঃ মিল্আস্ সামাওয়াতি ওয়া মিল্আল আরযি ওয়া মিল্আ মা শি'তা মিন শাইয়িন বাদু । আল্লাহুম্মা ত্বহ্হেরনী বিস্সালজি ওয়াল বারদি ওয়াল মায়িল বারিদি, আল্লাহুম্মা ত্বহ্হেরনী মিনায্ যুনবি ওয়াল খাতাইয়া কামা ইয়ুনাক্কাস্ সাওবুল আব্ইয়াযু মিনাদ্ দানাসি।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ তোমার জন্য আকাশ এবং পৃথিবী ভর্তি প্রশংসা এবং এতদুভয় ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা পর্ন তোমার প্রশংসা। হে আল্লাহ ! আমাকে পবিত্র কর বরফ শিশির এবং ঠান্ডা পানি দ্বারা। হে আল্লাহ ! আমাকে ভূল - ত্রূটি এবং পাপ থেকে এমন ভাবে পবিত্র কর যেমন সাদা কাপড় থেকে ময়লা (ধৌত করে) পরিষ্কার করা হয়।" (মুসলিম)

৪. অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদা করবে। এই তাকবীরের সময় রফউল ইয়াদায়ন করবে না।

ক) সর্ব প্রথম অঙ্গ হতে যা মাটিতে পতিত হবে তা হল ঃ তার দুই হাটু, অতঃপর দুই হস্ত,অতঃপর কপাল এবং নাক।

খ) এবং দুই বাহুকে স্বীয় পার্শ্বদেশ হতে এবং পেটকে দুই রান হতে পৃথক রাখবে।

গ) এবং তিন বার বলবে سبحان ربي الأعلى "সুবহানা রাব্বিআল আ'লা " (আবু দাউদ, তিরমিযী,ইবনে মাজাহ)

অতঃপর ইছ্ছা করলে রুকুর ক্ষেত্রে বর্ণিত ২নং৩নং ও ৫নং দুআ করবে।

এবং সেজদায় বেশি বেশি করে দুআ করবে কারন নবী (সাঃ) বলেছেন সেজদা করার সময় বন্দা তার প্রতিপালকের বেশী নিকটবর্তী হয় সতরাং তোমরা উহাতে বেশী বেশী করে দুওয়া কর।(মুসলিম)

৫. অতঃপর সিজদা হতে মাথা উঠাবে তাকবীর দিয়ে এবং (এই তাকবীরের সময়) রাফউল য়াদাইন করবে না ।

ক) বাম পা বিছিয়ে ও ডান পা খাড়া করে বসবে।

খ) এবং উভয় হস্কে তার দুই রানের উপর রাখবে এবং বলবেঃ رب اغفرلي "রব্বেগফেরলী" আর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা কর। (ইবনে মাজাহ)

অথবা বলবেঃ اللهم اغفرلي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني "আল্লাহুম্মাগফেরলী ওয়ারহামনী ওয়াজবুরনী ওয়াহ্দেনী ওয়ার যুকনী"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমাকে আপনি ক্ষমা করূন,রহম করূন,ঘাটতি পুরন করূন, হেফাজত দান করুন, রিযিক দান করুন। (তিরমিযী)

৬. অতঃপর দ্বিতীয় সেজদা করবে প্রথম সেজদার মত।

৭. অতঃপর তাকবীর দিয়ে উঠে যাবে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য এবং প্রথম রাকাতের মত আদায় করবে তবে "সানা" পড়বে না।

৮. প্রথম দুই রাকআত হতে অবসর হলে প্রথম তাশাহহুদ পাঠের জন্য বসে যাবে।

ক) এবং বসার সময় বাম পা বিছিয়ে ও ডান পা খাড়া করে বসবে।

খ) এবং উভয় হস্কে দুই রানের উপর রাখবে। বাম হস্কে বিছিয়ে এবং ডান হস্কে মুষ্টি বেধে রাখবে। এবং তর্জনী আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে, অথবা মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি উভয় অঙ্গুল দ্বারা গোলাকৃতি করবে। এবং তর্জনী দ্বারা তাশাহহুদ কালীন ইশারা করবে।

গ) এবং বলবে ঃ

التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

অর্থ ঃ সব রকম মৌখিক,শারীরিক ও আর্থিক এবাদত সমহ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নবী ! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি রহমত ও বরকত অবর্তীন হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ কর্মশীল বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ দিচ্ছি যে হযতর মুহাম্মদ (সাঃ) তার বান্দা ও রাসুল। (বুখারী ও মুসলিম)

অথবা বলবে ঃ

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك .....

অর্থ ঃ বরকত ময় মৌখিক এবাদত ও পবিত্র দৌহিক এবাদত আল্লাহ্র জন্য, হে নবী ! আপনার উপর শান্তির ধারা বর্ষিত হোক .....।

৯. অতঃপর প্রথম বারের মত উঠে দাঁড়াবে যদি ছালাত দুই রাকআতের অধিক হয়। এবং বাকী রাকআত গুলিতে ফাতেহা ছাড়া কিছুই পড়বে না।

১০. যখন শেষ তাশহহুদের জন্য বসবে তখন প্রথম তাশাহ্হুদটি পড়ার পর ইবরাহীমী দরূদ পাঠ করবে। দরূদ ইব্রাহীমী হল ঃ

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .

উচ্চারন ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।। আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মদিন ওয়াআলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ ঃ হে আল্লহ ! তুমি মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর ঐ রূপ রহমত নাযিল কর যে রূপ নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাজিল কর যেমনটি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারের উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। (বুখারী ও মুসলিম)

অথবা বলবে ঃ

اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মদ (সাঃ) , তাঁর স্ত্রীদের উপর ও সন্তানদের উপর ঐ রূপ রহমত নাযিল কর যে রূপ রহমত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) এর প্রতি। এবং মুহাম্মদ (সাঃ) , তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তানাদীর উপর বরকত নাযিল কর ঐ ভাবে যে ভাবে নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) এর প্রতি , নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। (বুখারী ও মসলিম)

অতঃপর নিম্নের দুয়াটি অতিরিক্ত বলা মুস্তাহাব ঃ

اللهم إني أعوذبك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال .

উচ্চারন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি ওয়ামিন আযাবে জাহান্নাম ওয়ামিন ফিৎনাতিল মাহয়া ওয়াল মামাতে ওয়ামিন শার্‌রে ফিৎনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জাল।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রাথনা করছি কবরের শাস্তি হতে, জাহান্নামের শাস্তি হতে জীবনের ও মরন কালীন ফেৎনা (কঠিন পরীক্ষা) হতে, এবং মসীহ দাজ্জালের ফিৎনা (অনিষ্টা বা অমঙ্গল) হতে । (বুখারী ও মুসলিম)

অথবা যে দুয়া মনে চাইবে বলবে।

১১. অতঃপর ডান দিকে সালাম ফিরাবে "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলে। বাম দিকে ও আনুরূপ করবে।

সালাতের পর যিক্‌র - আযকার ঃ

১) তিন বার ইস্তেগফার করবে। অর্থাৎ-আস্তগফেরুল্লাহ্ বলবে। এবং বলবে ঃ

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذالجلال والإكرام

উচ্চারন ঃ আল্লাহুম্মা আন্তাসালাম ওয়ামিন কাস্তসালাম ওয়া তাবারাকতা ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম।

(যদি সে ইমাম হয় তাহলে মানুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসবে)

অতঃপর বলবে ঃ

لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد .

২) উচ্চারন ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু । লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইযিন ক্বদীর।আল্লাহুম্মা লা-মা-নেআ লেমা আত্বায় তা ওয়াল মু'তিয়াা লেমা মানা তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ ঃ এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই তিনি এক তাঁর কোন শরীক নাই। মালিকানা তাঁরই সমুদয় প্রশংসা তাঁরই জন্য। হে আল্লাহ ! আপনি যা দান তা রোধকারী কেউ নেই। এবং আপনি যা রোধ করেন তা দান কারী কেউ নেই। আর কোন মর্যাদাবনের মর্যাদা তোমার নিকট থেকে কোন উপকার আদায় করে দিতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)

لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لاحول ولاقوة إلا بالله ،لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون .

৩) অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য সমস্ প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতা বান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হইতে বিরত থাকা ও আনুগত করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই।আর আমরা তাঁকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করি না। একমাত্র তাঁর অধিকারে সমস্ নেয়ামত, তাঁরই জন্য সমস্ সম্মান মর্যাদা, আর তাঁরই জন্য উত্তম স্তুতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই। তার নিমিত্তে আমরা ধর্ম পালন করি একনিষ্ঠ ভাবে। যদিও কাফেররা তা মন্দ ভাবে। (মুসলিম)

৪) এবং তাসবীহ পাঠ করবে অর্থ্যাৎ"সুবহা-নাল্লাহ" বলবে ৩৩ বার, "আলহামদুলিল্লাহ" বলবে ৩৩ বার এবং "আল্লহু আকবার" বলবে ৩৩ বার। এবং একশ এর পর্নতা স্বরূপ এই দুয়াটি বলবে।

لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

উচ্চারন ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু । লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইযিন ক্বদীর।

অর্থ ঃ এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই তিনি এক তাঁর কোন শরীক নাই। মালিকানা তাঁরই সমুদয় প্রশংসা তাঁরই জন্য।

যে ব্যক্তি অত্র দুয়াটি বলবে তার গুনাহ গুলি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশী পরিমান হয় না কেন। (সহীহ্ মুসলিম)

৫) অতঃপর আয়াতুল কুরসী (সরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত) পাঠ করবে। আর যে ব্যক্তি প্রতেক ফরজ নামাযান্তে অত্র আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে বাধা দান কারী এক মাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না । (নাসাঈ)

৬) অতঃপর একবার করে সরা ইখলাস ,সরা ফালাক ও সরা নাস পাঠ করবে । তবে ফজর বা মাগরীব নামায এর ব্যতিক্রম - এই দুই নামাযের পর অত্র তনিটি সরাকে তিন বার পুনরাবৃতি করবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী)

৭)

لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

উচ্চারন ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু । লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইহইয়ু ওয়া ইউমীতু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য যাতীয় প্রশংসা তিনি জীবত করেন তিনিই মৃত্যু দান করেন। এবং তিনি হলেন সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান । (তিরমিযী , আহমদ)

৮) বিতরে সালাম ফিরাবার পর বলবে ঃ

(سبحان الملك القدوس)

অর্থ ঃ "আমি পবিত্রতা বর্ননা করছি পবিত্র বাদশাহ্ (তথা আল্লাহর) ।" তিন বার এবং তৃতীয় বারের বেলায় স্বরকে উচুঁ এবং লম্বা করবে। (দারাকুতনী)

৯) অতঃপর সকাল - সন্ধার যিক্রি আযকার পাঠ করা। ফজর এবং মাগরিবের পরে আথবা আসরের পরে নিম্ন লিখিত যিক্রি গুলো পাঠ করবেঃ

ক) আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। (এক বার)

খ) সরাতুল ইখলাস এবং সরা ফালাক ও সরা নাস তিন বার করে পাঠ করবে। ইহাই তোমার জন্য সবকিছুর অনিষ্ট থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে । (তিরমিযী)

গ) (بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الأَرْضِ وَلاَ فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ)

উ চারণঃ বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুর্র মাআ'স্মিহি শাইউন ফিল আরযি ওয়ালা- ফিস্ সামায়ি ওয়াহুওয়াস্ সামী-উল আলী-ম ।

অর্থঃ শুর করছি সেই আল্লাহ্র নামে, যার নামের সাথে আসমান এবং যমীনের কোন বস্তুই কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তিনি মহাশ্রোতা মহাজ্ঞানী। (৩বার) যে ব্যক্তি অত্র দুয়াটি পড়বে তাকে কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না ।

ঘ) (أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ)

উ চারণঃ আউ-যু বিকালিমা-তিল্লাহিত্ তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা- খালাক্ব।

অর্থ ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহ্র পরিপর্ণ বাণী সমহের মাধ্যমে -তাঁর সৃষ্টির সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে। যে ব্যক্তি উহা সন্ধা কালীন বলবে তিন বার করে তাকে ঐ রাত্রে কোন প্রকার বিষধর প্রানীর দংশন ক্ষতি করতে পরবে না। (৩বার)

ঙ) (رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رباًّ وبالإسلاَمِ دِيْناً وبِمُحمدٍ نبيّاً ورسولاً)

উ চারণঃ রাযিতু বিল্লা-হি রাব্বা, ওয়াবিল ইসলা-মি দী-না, ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যা ওয়া রাসুলা।

অর্থঃ আমি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছি আল্লাহ্কে প্রভূ ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সাঃ)কে নবী ও রাসল হিসেবে। (৩বার)

চ) (حَسْبِيَ اللّٰهُ لا إله إلا هو عَليه تَوَكّلْتُ وهو رَبُّ الْعَرشِ العَظِيْمِ)

উ চারণঃ হাসবিয়্যাল্লা-হু লা-ইলাহা ইল্লা-হুওয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুওয়া রাব্বুল আরশিল আযীম।

অর্থঃ আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তাঁর প্রতি ভরসা করেছি, তিনি মহান আরশের অধিপতি। – অত্র দুয়াটি সাত বার করে বলবে। এতে করে আল্লাহ তার জন্য যতেষ্ট হয়ে যাবেন এ ব্যপারে যা তাকে চিন্তি করে তুলে হয় তা দুনিয়াবী বস্তু হোক অথবা পরকালীন বস্তু হোক । (ইবনুস্ সুন্নী)

ছ) (أَصْبَحْنَا على فِطْرَةِ الإسلامِ وَ على كَلِمَةِ الإِخْلاصِ وعلى دِيْنِ نَبِيِّنَا محمد وعلى مِلَّةِ أَبِيْنَا إبراهيمَ حَنِيْفاً مُسْلِماً وماَ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ)

উ চারণ ঃ আসবাহ্না আলা ফিৎরাতিল ইসলা-মি, ওয়া আলা কালিমাতিল ইখলা-সি, ওয়া আলা দী-নে নাবিয়্যেনা মুহাম্মাদিন (সাঃ) ওয়া আলা মিল্লাতি আবী-না ইব্রাহীমা হানী-ফাম্ মুসলিমা, ওয়ামা কা-না মিনাল মুশরিকীন।

অর্থঃ সকাল করেছি ইসলামের ফিৎরাতের উপর, একনিষ্ঠ বাণীর উপর,আমাদের নবী মুহাম্মদ(সাঃ) এর ধর্মের উপর, এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)এর মিল্লাতের উপর তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভক্ত ছিলেন না।

সন্ধার সময় বলবে ঃ আমসায়না আলা ----শেষ পর্যন্ত।

জ) (أَصْبَحْنَا واصْبَحَ الْمُلْكُ للّٰهِ والحمدُ للّٰهِ لا إله إلا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ له الْمُلْكُ وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذا الْيَوْمِ وخَيْرَ ماَ بَعْدَهُ، وأعوذُ بكَ منْ شَرِّ ما فِيْ هذا اليومِ وَشَرِّ ما بعده ، ربِّ أعوذُ بكَ من الكَسَلِ وسُوْءِ الكِبَرِ، ربِّ أعوذُ بكَ مِنْ عَذَابٍ فِيْ النَّارِ ، وعَذَابٍ في القَبْرِ .)

উ চারণঃ আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লা-হি, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন কাদীর , রাব্বি আস্আলুকা খাইরা মা ফি হাযাল্ ইয়াওমি ওয়া খাইরা মা বা'দাহু, ওয়া আউযু বিকা মিন শার্‌রি মা ফি হাযাল্ ইয়াওমি ওয়া শার্‌রি মা বা'দাহু, রাব্বি আউযু বিকা মিনাল্ কাসালি ওয়া স-ইল কিবারি, রাব্বি আউযু বিকা মিন আযাবিন্ ফিন্না-রি ওয়া আযাবিন্ ফিল ক্বাবরি।

অর্থঃ আমরা সকাল করেছি এমন অবস্থায় যে, রাজত্ব এককভাবে আল্লাহ্র জন্য, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই অধিকারে এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে প্রভূ আজকের দিন এবং পরবর্তী দিনের মঙ্গল তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার কাছে আজকের দিন এবং পরবর্তী দিনের অমঙ্গল থেকে । হে প্রভূ আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার কাছে অলসতা থেকে এবং অধিক বয়সের অনিষ্টতা থেকে। হে প্রভূ আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার কাছে দোযখের শাস্তি এবং ক্ববরের আযাব থকে।

সন্ধার সময় বলবে ঃ আমসায়না ওয়া আম্সাল্ মুলকু ..... রাব্বি আস্আলুকা খাইরা মা ফি হাযিহিল্ লায়লাতি ..... শেষ পর্যন্ত।

ঝ) (اللهم بكَ أَصْبَحْنَا وبِكَ أمسَيْنَا وبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ)

উ চারণঃ আল্লাহুম্মা বিকা আস্বাহ্না ওয়া বিকা আমসায়না ওয়া বিকা নাহ্ইয়া ওয়া বিকা নামতু ওয়া ইলাইকান্ নুশর।

অর্থঃ হে আল্লাহ্ তোমার অনুগ্রহে সকাল করেছি এবং তোমার অনুগ্রহে সন্ধা করেছি, তোমার কর নায় জীবন লাভ করি এবং তোমার ই ছায় আমরা মৃত্যু বরণ করব, আর কিয়ামত দিবসে তোমার কাছেই পনরত্থিত হতে হবে।

সন্ধার সময় বলবে ঃ আল্লাহুম্মা বিকা আমসায়না ওয়া বিকা আস্‌বাহ্‌না ওয়া বিকা নাহ্‌ইয়া ওয়া বিকা নামতু ওয়া ইলাইকাল্‌ মাসীর।

ঞ) (اللهم إنِّيْ أصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ بِأنَّكَ أنْتَ اللّٰهُ لا إله إلا أنتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَأنَّ محمداً عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ

উ চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসবাহ্‌তু , উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা আরশিকা, ওয়া মালা-ইকাতাকা ওয়া জামীআ' খালক্বিকা, বিআন্নাকা আন্‌তাল্লা-হু লাইলা-হা ইল্লা আন্‌তা অহ্‌দাকা লা- শারীকা লাকা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান্‌ আবদুকা ওয়া রাসলুকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ্‌ তোমার নামে আমি সকাল করেছি। তোমাকে সাক্ষি রাখছি , তোমার আরশ বহন কারী ফেরেস্তা ,সকল ফেরেস্তাকুল এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সাক্ষি রেখে বলছি -নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্‌, তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, তুমি এক তোমার কোন শরীক নেই। এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তোমার বান্দা ও রাসল। (এক বা দুই বা তিন বা চার বার বলবে।)

সন্ধার সময় বলবে ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আমসায়তু .....।

ট) (اللهمَّ ماّ أصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أوْ بِأحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ। **উ চারণঃ** আল্লাহুম্মা মা আস্‌বাহা বী মিন্‌ নি'মাতিন্‌ আও বি আহাদিম্‌ মিন খালক্বিকা ফামিনকা ওয়াহ্‌দাকা লা-শারীকা লাকা ফালাকাল্‌ হামদু ওয়া লাকাশ্‌ শুকর ।

অর্থঃ হে আল্লাহ্‌ আমার সাথে যে নে'য়ামত সকালে উপনিত হয়েছে বা তোমার সৃষ্টি জগতের কারো সাথে, তা সবই একক ভাবে তোমার পক্ষ থেকে তোমার কোন শরীক নেই। সুতরাং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য।

সন্ধার সময় বলবেঃ আল্লাহুম্মা মা আম্‌সা বী.....।

ঠ) (يا حَيُّ يا قَيُّومُ بِكَ أسْتَغِيْثُ فَأصْلِحْ لِيْ شَأنِيْ وَلاَ تَكِلْنِيْ إلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ)

উ চারণঃ ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়মু বিকা আসতাগীছ, ফা আস্‌লিহ্‌ লী শা'নী ওয়ালা তাকেলনী ইলা নাফসী ত্বরফাতা আ'ইনিন্‌।

অর্থঃ হে চিরঞ্জিব,চিরস্থায়ী তোমার কাছে আমি সাহায্য প্রর্থনা করছি, সুতরাং আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দাও, এবং এক পলকের জন্য হলেও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না।

ড) (اللهمَّ عافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ ، اللهمَّ عافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اللهمَّ عافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لا إله إلا أنْتَ)

উ চারণঃ আল্লাহুম্মা আ'ফেনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা আ'ফেনী ফী সাম্‌য়ী, আল্লাহুম্মা আ'ফেনী ফী বাছারী, লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌ !তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান কর, শ্রবন শক্তি ও দৃষ্টি শক্তিকে নিরাপদ রাখ। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ্‌ নেই। (৩বার)

ঢ) (اللهمَّ إنِّيْ أعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ والْفَقْرِ وأعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لا إله إلا أنتَ)

উ চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কুফরী ওয়াল ফাক্বরি ওয়া আউযবিকা মিন আযাবিল ক্বাব্‌রি, লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফুরী ও দারিদ্র্য থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি ক্বরের আযাব থেকে। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ্ নেই। (৩বার)

৭) (اللهمَّ إنِّيْ أسـأَلُكَ العافِيـةَ فِـيْ الـدُّنْيا والآخِـرَةِ ، اللـهمَّ إنِّـيْ أسـأَلُكَ العَفْـوَ والعافِيَـةَ فِـيْ دِيْنِـيْ ودُنْيَـايَ وَأَهْلِيْ ومالِيْ اللهمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وآمِنْ رَوْعاتِيْ ، اللهمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ ، وعَنْ شِمالِيْ ، وَمِنْ فَوْقِيْ ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتالَ مِنْ تَحْتِيْ)

উ চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল্ আ'ফিয়াতা ফিদ্ দুন্‌ইয়া ওয়াল আ-খিরাহ্ , আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল্ আফ্‌ওয়া ওয়াল্ আ'ফিয়াতা ফী দীনী ওয়া দুন্‌ইয়া ইয়া ওয়া আহ্‌লী ওয়া মা-লী, আল্লাহুম্মাস্ তুর আ'ওরা-তী ওয়া আ-মেন রাওআ'তী, আল্লাহুম্মাহ্ ফাযনী মিম্ বায়নে ইয়াদাইয়া ওয়া মিন খালফী, ওয়া আ'ন ইয়ামীনী, ওয়া আ'ন শিমালী, ওয়া মিন ফাওক্বী, ওয়া আউযু বিআ'যামাতিকা আন উগতালা মিন তাহ্‌তী।

অর্থঃ হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি, হে আল্লাহ্ আমি প্রার্থনা করছি তোমার কাছে ক্ষমার এবং আমার দ্বীন , দুনিয়া, পরিবার-পরিজন এবং সম্পদের নিরাপত্তা । হে আল্লাহ্ আমার গোপন বিষয় সমহ (দোষ-ত্র টি) ঢেকে রাখ এবং আমাকে ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে হেফাযত কর আমার সম্মুখ থেকে,পিছন থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে এবং উপর দিক থেকে। আর তোমার মহত্বের উসিলা দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিম্ন দিক থেকে মাটি ধ্বসে আমার আকষ্মিক মৃত্যু থেকে।

৮) (اللهم فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ربَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ ، اَشْهَدُ أَنْ لاإلـه إلا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَشَرِّ الشَّيْطانِ وَشِرْكِهِ ، وأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِيْ سُوْءً ، أَوْ أَجُرُّهُ إِلَى مُسْلِمٍ .

উ চারণঃ আল্লাহুম্মা ফা-তিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযি, আ'লিমাল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাহ্, রাব্বা কুল্লি শাইয়িন্ ওয়া মালিকাহু, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, আউযু বিকা মিন শার্‌রি নাফসী, ওয়া শার্‌রিশ্ শায়তানে ওয়া শিরকিহি, ওয়া আন আক্বতারিফা আ'লা নাফসী সআন্, আও আজুর্‌রাহু ইলা মুসলিমিন্।

অর্থঃ হে আল্লাহ্ তুমি আসমান-যমীনের সৃষ্টি কর্তা, তুমি গোপন-প্রকাশ্য সবকিছুই জান। তুমি সকল বস্তুর প্রভূ এবং সব কিছুর মালিক, আমি সাক্ষ্য দি ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে এবং শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট থেকে। এবং আশ্রয় কামনা করছি নিজের উপর অন্যায় করা থেকে বা সে অন্যায় কোন মুসলিমের উপর চাপিয়ে দেয়া থেকে।

৯) (اللهمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً)

উ চারণঃ আল্লাহুম্মআ ইন্নী আস্‌আলুকা ই'লমান্ নাফিআ'ন্ , ওয়া রিযক্বান্ ত্বইয়িবান্, ওয়া আ'মালান্ মুতাক্বাব্বালান্।

অর্থঃ হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি উপকারি বিদ্যা, পবিত্র জীবিকা এবং মাক্ববল (গ্রহণীয়)আমলের।

দ) (اللهمَّ أنْتَ رَبِّيْ لا إله إلا أنتَ ، خَلَقْتَنِيْ وَأناَ عَبْدُكَ ، وأناَ على عَهْدِكَ، وَوَعْدِكَ ماَ اسْتَطَعْتُ، أعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ملَ صَنَعْتُ، أبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأبُوءُ بِذَنْبِيْ، فاَغْفِرْ لِيْ فَإنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إلاَّ أنْتَ .)
উ চারণঃ আল্লাহুম্মা আন্তা রব্বী লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্তা, খালাক্বতানী ওয়া আনা আ'বদুকা, ওয়া আনা আ'লা আ'হদিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্ব'তু, আউযুবিকা মিন শার্‌রি মা সনা'তু, আবউ লাকা বিনি'মাতিকা আ'লাইয়্যা, ওয়া আবউ বিযাম্‌বী, ফাগ্‌ফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্‌ফির য্‌ যুনবা ইল্লা আন্‌তা। **অর্থঃ** হে আল্লাহ্‌ তুমি আমার প্রভ প্রতিপালক তুমি ছাড়া ইবাদত যোগ্য কোন ইলাহ্‌ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গিকার রক্ষা করছি। আমার কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি, আমার প্রতি তোমার নেয়া'মত স্বীকার করছি এবং তোমার দরবারে আমার পাপকর্মেরও স্বীকারোক্তি দি ছি। সুতরাং তুমি আমায় ক্ষমা কর, কেননা তুমি ছাড়া পাপরাশী কেহই ক্ষমা করতে পারে না।

ধ) নবী (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রে সরা বাকারার শেষের আয়াত দুঠি পাঠ করবে। ঐ আয়াত দ্বয় তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (বুখারী)

ন) (اللهمَّ صَلِّ عَلى محمدٍ وَعَلَى آلِ مُحمدٍ كَمَاَ صَلَّيْتَ على إبْرَاهِيْمَ وَ على آلِ إبراهيمَ إنَّكَ حَميدٌ مجيدٌ
(**উ চারণঃ** আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিঁওয়া আ'লা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সল্লায়তা আ'লা ইব্‌রাহীমা ওয়া আ'লা আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্‌ মাজীদ।
অর্থঃ হে আল্লাহ্‌ তুমি রহমত নাযিল কর মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর, যেমন তুমি রহমত নাযিল করেছো ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (দশ বার)

প্রশ্নমালা ঃ

১. নিম্ন বর্ণিত বিষয় গুলির বিধান দলীল সহ উল্লেখ কর ঃ

মসজিদ নির্মাণ, মসজিদ হইতে আযানের পর বের হওয়া কোন ওযর ছাড়া, মসজিদে থুথু ফেলা, পিয়াজ ও রসূন ভক্ষণ করে মসজিদে যাওয়া।

২. নামাযের দিকে হেটে যাওয়ার চারটি আদব উল্লেখ কর।

৩. নিম্নের শুন্য স্থান পূরণ কর ঃ

যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন তার .....পা আগে বাড়াবে। এবং বলবে ..... এবং যখন বের হবে তখন ..... পা আগে বাড়াবে। এবং বলবে .....।

৪. নামাযের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। অর্থাৎ নামায আদায়ের পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ কর।

৫. নিম্নে বর্নিত বিষয় গুলির দুইটি করে দুয়া উল্লেখ কর।

সানা পাঠের দুয়া, রূকুর দুয়া, রূকু হতে উঠার পরবর্তী দুয়া, সিজদার দুয়া,ইবরাহীমী দরূদ, তাশাহ্‌হুদ।

৬. নিম্ন বর্ণিত বিষয় গুলির বিস্তারিত বিবরন দাও।

তাকবীরে তাহরীমার পর দাড়ানো, রূকু করা, রূকু হতে উঠা, সিজদা করা, দুই সিজদার মাঝে বসা, তাশাহ্‌হুদের বৈঠক।

৭. নামাযের সালামান্তে পঠিতব্য যিক্‌র- আযকার হতে দুটি যিক্‌র উল্লেখ কর।

৮. সকাল-সন্ধাকালীন যিকর-আযকার সমূহ হতে দশটি আযকার (দুয়া) উল্লেখ কর।

----------o----------

অধ্যায় ঃ নামাযের রূকুন, ওয়াজিব, সুন্নত ও তা বাতিল কারী বিষয় সমুহ ঃ

ক) নামাযের রূকুন সমূহঃ

১. দাঁড়ানো ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে সামর্থ থাকলে।
২. তাকবীরাতুল ইহরাম। (তকবীর তাহরীমা)
৩. সূরা ফাতেহা পাঠ করা।
৪. রূকু করা।
৫. রূকু হতে উঠা।
৬. সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা।
৭. সিজদা থেকে উঠা।
৮. দুই সিজদার মাঝে বসা।
৯. শেষ তাশাহহুদের জন্য বসা।
১০. শেষক্তো তাশাহ্হুদ পাঠ করা।
১১. শেষ তাশাহহুদে নবী (সাঃ) এর উপর দরূদ পাঠ করা ।
১২. দুটি সালাম দেওয়া।
১৩. সমস্ত রুকুন আদায়ে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা।
১৪. ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।

খ) নামাযের ওয়াজিব সমূহ ঃ

১. তকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সমুদয় তাকবীর।
২. রূকুতে "সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম" বলা।
৩. সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ্ বলা ইমাম এবং একক ব্যক্তির জন্য।
৪. রাব্বানা লাকাল হামদ্ বলা ইহা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
৫. সিজদায় " সুবহানা রাব্বিয়াল আলা " বলা।
৬. "রব্বেগফেরলী" বলা দুই সিজদার মাঝে।
৭. প্রথম তাশহ্হুদের জন্য বসা।
৮. প্রথম তাশহ্হুদ পাঠ করা।

নামাযের ওয়াজেব ও রূকুন সমূহের মধ্যে পার্থক্য ঃ

১. রুকুন হতে কোন কিছু ভুল বশতঃ ছাড়া পড়লে তা এবং তার পরবর্তী বিষয় আদায় করবে এবং ভুলের জন্য সিজদা দিবে।

২.ওয়াজিব হতে কিছু ছাড়া পড়লে সাহু সিজদা দিয়ে তাকে পূর্ণ করতে পারবে ।

আর রূকুন ও ওয়াজিবের কোন একটি ইচ্ছাকৃত ভাবে পরিত্যাগ করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে, সাহু সিজদার মাধ্যমেও উহা সংশোধন হবে না।

গ) নামাযের সুন্নত সমূহ ঃ

নামায আদায়ের পদ্ধতিতে উল্লেখিত রূকুন ও ওয়াজিব ব্যতীত যা কিছু রয়েছে তা সবই সুন্নত। আর সুন্নত পরিত্যাগ করার কারণে নামায বাতিল হয় না। বস্ তুত সুন্নত আদায় কারীকে সওয়াব দেওয়া হয়। আর উহা পরিত্যাগ কারীকে শাস্তি দেওয়া হয় না।

সুন্নত দুই প্রকার ঃ

১. কর্মগত সুন্নতঃ যেমন- দাড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা । সিজদার স্থানে তাকানো, দুই পাশদেশ হতে উভয় বাহুকে পৃথক রাখা। জুতা সহ নামায আদায় কর। শেষ তাশহহুদে তাওয়ার্রুক করা অর্থাৎবাম পা ডান পায়ের নীচে দিয়ে বের করতঃ বাম পাছা দিয়ে যমীনে থেবড়ে বসা।

২. মৌখিক সুন্নত - যেমন ঃ ছানার দুয়া পাঠ করা, আউযুবিল্লাহ - বিসমিল্লাহ পাঠ করা। সিজদাহ্ ও রূকুতে এক তাসবীহের অতিরিক্ত তাসবীহ বলা।

ঘ) নামায বাতিল কারী বিষয় সমহ ঃ

১. যে কোন রূকন বা যে কোন ওয়াজিব বিষয় পরিত্যাগ করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

২. নামাযের অর্ন্তভুক্ত নয় এরকম অধিক আমল বিনা প্রয়োজনে করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। যেমন বেশী হাঁটা হাঁটি করা,বেশী নাড়া-চাড়া করা, অবশ্য কাতার বরাবর করার জন্য এবং ফাঁকা জায়গা পরন করার জন্য নাড়াচড়া করা ওয়াজিব।

৩. অট্ট হাসি বা সাধারন ভাবে হাসি দেয়া।

৪. ইচ্ছাকৃত ভাবে সতর ঢাকার স্থান উলঙ্গ করে ফেলা।

৫. ইচ্ছাকৃত ভাবে কথা বলা।

৬. ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করা।

৭. ওয ভঙ্গকারী বস্ু সমুহের যে কোন একটি নামাযের মধ্যে করে ফেলা।

ঘ) নামাযের মধ্যে মাকরূহ্ সমুহ ঃ

১.পশু - পাখির সদৃশ্যতা অবলম্বন করা ঃ যেমন - শিয়ালের মত ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানো, কুকুরের মত বসা, উটের মত বসা, মুরগের মত ঠোকর দেওয়া, কুকুরের ন্যায় হাত বিছিয়ে বসা। সালামের সময় দুষ্ট ঘোড়ার লেজের ন্যায় হাত উত্তোলন করা ।

২. উভয় চক্ষু বন্ধ করে রাখা।

৩. মুখে নাকে কাপড় জড়ানো।

৪. নামাযে খেল তামাশা করা। এই খেল তামাশার অন্ভুক্ত হল ঃ দাড়ি স্পর্শ করা, আঙ্গুল ফুটানো, এক হাতের আঙ্গুলের মাঝে অন্য হাতের আঙ্গুল প্রবেশ করানো, মাটি বরাবর করা, বিনা কারনে কংকর স্পর্শ করা, ঘড়ির দিকে তাকানো । পোষাক - পরিচ্ছেদ-নাক ইত্যাদী নিয়ে খেলা -ধুলা করা।

৫. অমনোযোগী ও ব্যস্ করে তুলে এমন বস্ুর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করা।

৬. পেশাব-পায়খানার চাপ নিয়ে অথবা খাদ্যের উপস্থিতিতে নামায আদায় করা।

বস্তুতঃ এ বিষয়গুলো আল্লাহ্র সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়ার আদবের বিপরীত। অথচ (আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়া) এমন একটি অবস্থা যা স্থিতিশীলতা ও বিনয়-নম্রতার দাবীদার। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

(وقوموا لله قانتين)

অর্থঃ "আর তোমরা দন্ডায়মান হও আল্লাহর জন্য নিরবতার সাথে বা বিনয়তার সাথে । (সরা বাকারা -৩৩৮)

ঙ) নামযের মধ্যে কতিপয় সুন্নত বিরোধী আমল ঃ

১. নামাযে ধিরস্থীরতা অবলম্বন না করা। বিশেষ করে রূকু-সিজদা হতে উঠা কালিন সময়।

২. ইকামত দেওয়ার সময় সুন্নত নামায আরম্ভ করা। ইহা সুন্নতের বিপরিত। কারন নবী কারিম ﷺ বলেছেনঃ যখন নামাযের ইকামত দেওয়া হয় তখন ফরজ নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায শুদ্ধ হয় না। (মুসলিম, নাসায়ী,আবু দাউদ)

হযরত ওমর (রাঃ) ইকামতের পর নামায আদায় করার কারনে (আদায় কারীকে) প্রহার করতেন। অবশ্য যদি নফল নামায শুরূ করে অতঃপর ইকামত দেওয়া হয় তবে সে উহা হালকা ভাবে পর্ন করে নিবে।

৩. সুতরার দিকে নামায আদায় না করা।

৪. কাতার সোজা না করা।

৫. মুসল্লীদের মাঝে ফাঁক রাখা।

৬. নামাযান্তে দলবদ্ধ হয়ে যিকির করা।

৭. মুসল্লীর সম্মুখ ভাগ দিয়ে অতিক্রম করা।

৮. রসন অথবা পিয়াজ খেয়ে কিংবা ধুমপান করে মসজিদে যাওয়া।

৯. আসমানের দিকে চোখ উঠানো - অথচ ইহা হারাম। কারন এ ব্যাপারে হাদীসে কঠিন নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

১০. সালাম ফিরানোর পর পরই ডানের এবং বামের ব্যক্তিকে সালাম দেয়া।

১১. সালামান্তেই দুয়া শুরূ করে দেওয়া এবং রাসলুল্লাহ্ (সাঃ) হতে সালামান্তে পঠিতব্য যিক্‌র - আযকার গুলো পরিত্যাগ করা।

প্রশ্ন মালা ঃ

১. শুন্য স্থান পর্ন কর ঃ

নামযের রূকুন হল .... টি এবং তার ওয়াজিব হল ....টি ।

২. নিম্ন বর্নিত বিষয় গুলো থেকে কোনটি রুকুন , কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নত , কোনটি মাকরূহ এবং কোনটি সালত বাতিল কারী খুঁজে বের কর।

সেচ্ছায় সতর খুলে ফেলা, দুই চক্ষু বন্ধ রাখা, সানার দুয়া পাঠ করা, হাঁসা, ফাতেহা পাঠ করা, প্রথম বৈঠকে বসা, প্রথম তাশাহহুদ পাঠ করা, মুখে নাকে কাপড় জড়ানো, শেষ তাশাহহুদে নবী (সাঃ) এর উপর দরূদ পাঠ করা,তাওয়ার্‌রূক করা, পেশাব-পায়খানার চাপ নিয়ে নামায আদায় করা, দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হস্ম বাম হস্মের উপর ধারন করা, রূকুতে সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম বলা ।

৩.রূকুন, ওয়াজিব ও সুন্নতের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে ?

৪. নামাযের মধ্যে পাঁচটি সুন্নত বিরোধী কাজ উল্লেখ কর যা মুসল্লীদের মাঝে দেখতে পাওয়া যায়।

সাহু সিজদার বিবরণ ঃ

ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষ ভূল-ভ্রান্তি হতে মুক্ত নয়। এমনও প্রমান পাওয়া যায় যে নবী (সাঃ) স্বীয় নামাযে ভূল করেছেন। বিশুদ্ধ সত্রে বর্নিত হয়েছে যে তিনি বলেন ঃ আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ তোমরা যেমন ভূল কর আমি তেমনি ভূল করি। সুতরাং তোমাদের কেহ নামাযে ভূল করলে সে যেন দুটি সেজদা করে । (মুসলিম)

সাহু সিজদা সংবিধিবদ্ধ করার পিছনে রহস্য হল এই যে, উহা নামাযের মধ্যে যে ত্রূটি হয় তার পর্নদান করে। নামাযের ত্রূটি সমহ চার প্রকার ঃ

১.নামাযেরই অন্ভূর্ক্ত এমন কিছু কাজ ভূল বশতঃ অতিরিক্ত করা যেমন ঃ দাঁড়ানো, বসা, রূকু, সিজদা ইত্যাদী বেশী বেশী করা। যেমন দুই বার করে রূকু করা, তিন বার সিজদা করা । অথবা যোহর পাঁচ রাকাত আদায় করা। সুতরাং মুসল্লীর উপর ওয়াজেব হলো অতিরিক্ত আমলের জন্য সাহু সিজদা দেওয়া।

২. নামযের রূকুন সমুহের মধ্য হতে কোন একটি রূকুন কম করে ফেলা। যেমনঃ দ্বিতীয় সিজদা ভূলে যাওয়া। (এমতাবস্থায়) তার উপর ওয়াজিব হবে ছেড়ে দেওয়া কাজ এবং তার পরবর্তি কাজ আদায় করা এবং শেষে সাহু সেজদা দেয়া।

৩. নামাযের ওয়াজিব সমুহের কোন একটি কম করে ফেলা। যেমন ঃ প্রথম তাশাহ্হুদ ভূলে গিয়ে তা আদায় না করে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

৪.রাকআতের সংখ্যায় সন্দেহ পোষন করা। যেমন তিন রাকআত পড়েছে না চার রাকাত। এমতাবস্থায় কমটাকেই গ্রহন করবে তবে যদি বেশী সংখ্যাটিই প্রাধান্যতা লাভ করে তবে এটাকেই গ্রহন করবে। অতঃপর নামাযকে পর্ন করবে । এবং পরিশেষে সাহু সিজদা দিবে। আর হ্রাস করার ক্ষেত্রে সাহু সিজদা করবে সালাম ফিরানোর পর্বে। এবং অতিরিক্ত করার ক্ষেত্রে সাহু সিজদা করবে সালাম ফিরানোর পরে।

মুক্তাদীর উপর সিজদা করা ওয়াজিব নয়। তবে যদি ইমাম সিজদা করে তাহলে তার উপরও সিজদা করা ওয়াজিব। যার ইমাম ভূল করবে তার প্রতি সাহু সিজদা এবং তাকে লোকমা দেওয়া আবশ্যক।অর্থাৎ- যে ক্ষেত্রে ভূল করে সে ক্ষেত্রে তার জবাব দেওয়া অর্থাৎ ভূল বাতলিয়ে দেওয়া আবশ্যক। যদি পুরূষ ইমামের নামাযে কোন ত্রূটি পরিলক্ষিত হয় তবে পুরূষ মুক্তাদী সুবহানাল্লাহ বলবে এবং মহিলা মুক্তাদী হাতের পিঠে হাত মারবে। আর যে ব্যক্তি নামায বা কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে কুমন্নার সম্মুখীন হবে সে বলবে ঃ

(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

অর্থ ঃ "আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রাথনা করছি বিতাড়িত শয়তান হতে।" এবং তাঁর বাম দিকে তিন বার থুথু ফেলবে। (মুসলিম)

প্রশ্ন মালা ঃ

১. সাহু সিজদা সংবিধিবদ্ধকরনের রহস্য কি ?

২. নিম্ন বর্নিত অবস্থায় তুমি কি করবে ঃ

ক) নামাযের রাকাতে যখন তুমি সন্দেহ পোষন করবে ।

খ) যখন ইমাম নামাযে ভুল করবে।

গ) যে ব্যক্তি ভূল বশত সিজদা বৃদ্ধি করেছে।

ঘ) যে ব্যক্তি রূকু করতে ভুলে গিয়ে সরাসরি সিজদা করে ফেলেছে।

ঙ) যখন নামাযের ওয়াজিব বিষয় হতে একটি ওয়াজিবকে ভুলে যাবে।

৩. শুন্য স্থান পরন কর ঃ

যদি কোন ইমাম কোন ভূল-ভ্রান্তির সম্মুখীন হয় তবে পুরূষ মুক্তাদী .... এবং মেয়ে মুক্তাদী .... । যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে শয়তানের কুমন্নার স্বীকার হয় সে বলবে .... ।

অধ্যায় ঃ নফল নামায

নফল নামায হল ঐ নামায যা মানুষ আদায় করে এবং যার প্রতি শরীয়তে উদ্বুদ্ধ করেছে তবে ওয়াজিব করেনি। সর্বত্তোম নফল নামায উহাই যা ঘরের মধ্যে আদায় করা হয়। তবে ফরজ এর বিপরিত – উহা মসজিদে গিয়েই আদায় করতে হবে।

নফল নামায গুলি হল ঃ

ক) যোহর নামাযের পর্বে চার রাকাত বা দুই রাকাত।

খ) যোহরের পরে দুই রাকাত।

গ) মাগরিবের পরে দুই রাকাত।

ঘ) এশার পরে দুই রাকাত।

ঙ) ফজর নামাযের পর্বে দুই রাকাত বা পরে ও পড়া যায়। এ দুই রাকাত সুন্নত হচ্ছে সবচেয়ে তাগীদ পর্ন নামায।

অত্র নফল নামায গুলির দলীল ঃ

নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে ১২ রাকাত নফল নামায পড়বে তার জন্য জন্নাতে একটি ঘর নির্মা করা হবে।(মুসলিম)

ইমাম তিরমিযী বলেনঃ এ নামায গুলোর সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তা কাযা আদায় করা যায়।

বিতর নামায ঃ

বিতরের সময় হলো এশা নামাযের পর থেকে নিয়ে ফজরের আগ পর্যন্ত। তবে উহা রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আদায় করা উত্তম। ইহার সর্ব নিম্ন সংখ্যা হল এক রাকাত। এবং এর সর্বোচ্চ সংখ্যার কোন সীমা নেই। পর্নাঙ্গ বিতরের সর্ব নিম্ন সীমা হল দুই সালামে তিন রাকাত। বিতরের শেষ রাকাতে রূকুর পর্বে বা পরে দুয়া কুনুত পাঠ করবে। আর অত্র তিন রাকাত বিতরকে এমন পদ্ধতিতে পড়বে না যাতে করে উহা মাগরিবের নামাযের সদৃশ্য হয়ে যায়। আর যদি কেউ রাতের বেলায় বেতের আদায় না করে ঘুমিয়ে যায় তবে তা দিনের বেলায় যে কোন নামাযের সময় আদায় করবে ।

তারাবীহ নামায ঃ

ইহা রমজান মাসে এশা নামাযের পর আদায় করা হয়। ইহার নামকরন এই কারনে রাখা হয়েছে যে , ছাহাবীগন দুই রাকাত করে পড়ার পর বিশ্রাম নিতেন। আর তারাবীহ অর্থ হলো বিশ্রাম নেওয়া। তারাবীহ এর শেষে বিতর আদায় করা হয়। এই নামাযের মাঝে প্রচলিত ভূল - ভ্রান্তির অন্যতম হল ঃ প্রতি দুই রাকাতের মধ্যে দলবদ্ধ ভাবে দুয়া করা।

তাহিয়্যাতুল মসজিদ ঃ

অর্থাৎ মসজিদের সম্মানার্থে দুই রাকাত সুন্নত আদায় করা। রাসল (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ "তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় না করে সে যেন না বসে।" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

চাশতের নামায ঃ

এ নামাযের নিম্ন সংখ্যা হল দুই রাকাত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু (সাঃ) তিনটি কাজের ওসিয়ত করেছেন। ১) প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা রাখার। ২) দুই রাকাত চাশতের নামায পড়া। ৩) ঘুমানোর পর্বে বিতর আদায় করে নেওয়া । চাশতের নামাযের সময় হল বল্লম বা তীর পরিমান সর্য উপরে উঠা থেকে নিয়ে অর্থাৎ সর্য উঠার ১৫মিনিট পর থেকে নিয়ে সর্য ঢলে যাওয়ার পর্ব মুহুর্ত পযন্ত অর্থাৎ যোহরের আযানের ১৫ মিনিট পর্ব পর্যন্ত।

সাধারন নফল নামায কোন নিদৃষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। রাতের নামায দিনের নামায অপেক্ষা উত্তম। রাতের শেষার্ধ প্রথমার্ধের চেয়ে উত্তম। রাতের এবং দিনের নফল নামায দুই রাকাত করে। নবী (সাঃ) বলেন ঃ রাতের এবং দিনের নফল নামায দুই দুই রাকাত করে। (সনান গ্রন্থ)

তেলাওয়াত ও শুকর গুযারী করার সিজদা ঃ

ক) তেলাওয়তের সিজদা করা সুন্নত। যখন কেউ সিজদার আয়াত অতিক্রম করবে। এই সিজদা রাত বা দিনে যে কোন সময় করতে পারবে। পাঠক (কারী) যখন সিজদা করবে তখন শ্রোতাও সিজদা করবে। আর উহা হল একটি মাত্র সিজদা। সিজদার জন্য তকবির দিয়ে বলবে ঃ সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা এবং দুয়া করবে যেমন ঃ

(سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته)

অর্থ ঃ "আমার চেহারা ঐ সত্তার জন্য সিজদা করলো যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং আকৃতি দান করেছেন এবং নিজ শক্তি ও সামর্থে তিনি তার কান ও চক্ষু বানিয়েছেন।" (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী, মেশকাত ৯৪ পৃঃ)

আরো বলবে ঃ

(اللهم اكتب لي بها عندك اجراً وضع عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود)

অর্থ ঃ " হে আল্লাহ্ ! এই সিজদার বিনিময়ে আপনি আমার জন্য আপনার নিকটে সওয়াব লিখে রাখুন। আমার থেকে গুনাহ অপসারন করূন। ইহা আপনার নিকট পঞ্জিভত করে রাখুন। আর আমার নিকট হতে ইহা কবুল করূন ঐ ভাবে যে ভাবে আপনি কবুল করেছিলেন স্বীয় বান্দা দাউদ (আঃ) থেকে । (তিরমিযী)

অতঃপর বিনা তাকবীরে ও বিনা সালামে সিজদা হতে মাথা উঠাবে। অবশ্য যদি সিজদা নমাযের মধ্যে হয় তা হলে সিজদার সময় এবং সিজদা হতে উঠার সময় তাকবীর দিবে ।

খ) নতুন কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হলে, শাস্তি ও দর্বিপাক দুরীভত হলে কৃতজ্ঞতার সিজদা করা সুন্নত । উহার পদ্ধতি হল ঃ সিজদাবস্থায় যমিনে পড়ে যাবে । কারন নবী করিম (সাঃ) এর নিকট যখন এমন কিছু সমাগত হত যা তাকে আনন্দিত করত কিংবা কোন শুভ সংবাদ পরিবেশন করা হত তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সেজদাবস্থায় যমিনে লুটিয়ে পড়তেন । উক্ত সেজদার জন্য অযু থাকা শর্ত নয়।

তওবার নামায ঃ

নবী করিম (সাঃ) বলেন ঃ কোন লোক যদি গুনাহ করে অতঃপর সুন্দর ভাবে অযু সম্পন্ন করে দুই রাকাত নামায আদায় করে তারপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ঘরে প্রবেশ ও ঘর হতে বের হওয়া কালিন সুন্নত ঃ

নবী করিম (সাঃ) বলেন যখন তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করবে তখন দুই রাকাত নামায আদায় করবে। এ নামায তোমাকে মন্দ প্রবেশ হইতে বিরত করবে। এবং যখন তুমি বাড়ী হইতে বাহির হইবে তখন দুই রাকাত নামায আদায় করবে। এই নামায তোমাকে প্রস্থানের যাবতীয় মন্দ থেকে বাধা প্রধান করবে।

সফর হতে আগমন করলে যে সুন্নত পড়া উচিত ঃ

কা'ব বিন মালেক বলেন ঃ" রাসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন সফর হতে আগমন করতেন তখন মসজিদ দিয়ে শুরূ করতেন। সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন অতঃপর মানুষের স্বাক্ষাতের জন্য বসতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইস্খোরার নামায ঃ

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাজিঃ) বলেন ঃ রাসলুল্লাহ্ (সাঃ) যেমন আমাদেরকে কুরআনের সরা শিক্ষা দিতেন ঠিক তেমনি ভাবে প্রত্যেক বিষয়ে ইস্খোরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেনঃ তোমাদের কেহ যখন কোন (গুরুত্তপর্ণ) কাজ করার ইচ্ছা করে তখন সে যেন ফরজ ছাড়া দু রাকাআত নামায আদায় করে। অতঃপর যেন এই দুআটি পড়ে ঃ

(اللهم أني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك أسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولاأقدر وتعلم ولاأعلم، وانت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم ان هذا الأمر- ويسمي حاجته- خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاقبة امري- أوقال عاجله وآجله- فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاقبة امري- أوقال عاجله وآجله- فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم ارضني به .)

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্খীরুকা বি ইলমিকা অ আস্বদিরুকা বিকুদরাতিকা, আস্আলুকা মিন ফাযলিকাল আযীম। ফাইন্নাকা তাকদেরু অলা আকদিরু, অ তালামু অ লা আলামু, অ আন্ত আল্লামুল গুয়ুব। আল্লাহুম্মা ইন্ কুনতা তালামু আন্না হাযাল আমরা খাইরুন লী দীনী অমাআশী অআকেবাতা আমরী আও আ'জেলিহি অআজিলিহি ফাকদুরহু লী, অইয়াস্সিরহু লী, ছুম্মা বারেক লী ফীহে, অ ইন কুন্ত তালামু আন্না হাযাল আমরা শার্রুন্ লী দীনী অমাআশী অআকেবাতা আমরী আও আ'জেলিহি অআজিলিহি ফাসরেফহু আন্নী, অসরেফনী আনহু, অকদের লীইয়াল্ খাইরা হাইছু কানা, ছুম্মার্ যিনী বিহী।

অর্থঃ হে আল্লাহ্ আমি তোমার জ্ঞানের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে ভালটা এবং তোমার শক্তির বদৌলতে তোমার কাছে শকিথ কামনা করছি আর তোমার কাছেই তোমার মহাদান কামনা করছি। কারণ নিশ্চয় তুমি শক্তির অধিকারী কিন্তু আমি মোটেও শক্তি রাখিনা, আর তুমি সবই জান অথচ আমি কিছুই জানিনা, আর তুমি তো অদৃশ্যেরও জ্ঞানী। তাই হে আল্লাহ্ তুমি যদি জান যে আমার এই কাজটা আমার জন্য ভাল হবে আমার দ্বীনে ও দুনিয়াবী জীবনে এবং পরিণামে কিংবা আমার জলদী কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে ঐ কাজের শক্তি আমাকে দাও এবং তা আমার জন্য সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও।

আর যদি তুমি জান যে আমার এই কাজটা আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনে ও দুনিয়াবী জীবনে এবং পরিণামে কিংবা আমার জলদী কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে তা আমা থেকে দরে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও তা থেকে দরে রাখ। আর আমাকে ভাল কাজের উপর ক্ষমতাবান কর, তা যেখানে আছে। অতঃপর তা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও।

নোটঃ এ দুয়া পড়ার সময় (হাযাল আমরা) শব্দের স্থানে ঐ কাজটির উল্লেখ করতে হবে যার জন্য ইস্খোরা করা হবে। (সহীহ্ বুখারী)

নামাযের নিষিদ্ধ সময় সমহ ঃ

নামাযে নিষিদ্ধ সময় তিনটি ঃ

১. ফজর নামাযের পর থেকে নিয়ে তীর পরিমান সর্য উপরে উঠার পর্ব পর্যন্ নিষিদ্ধ সময়। এ নিষেধাজ্ঞা সর্য উদিত হওয়ার সময় অধিক কঠিন। এর কারন হল যাতে করে সর্য পজারীদের সদৃশ্যতা অবলম্বন না করা হয়।

২. ঠিক দুপুর বেলা অর্থাৎ-আকাশের মধ্য ভাগে সর্যের অবস্থান থেকে নিয়ে তা ঢলে যাওয়ার পর্ব মহুর্ত পর্যন্ নিষিদ্ধ সময়। উক্ত নিষেধাজ্ঞার কারন হল উহা জাহান্নাম প্রজ্জলিত করার মহুর্ত।

৩. আসরের নামাযের পর থেকে নিয়ে সর্য ডুবার পর্ব পযন্। এর পিছনে রহস্য হল যাতে করে ঐ মহুর্তে যারা সর্যের পুজা করে তাদের সাথে সদৃশ্যতা অবলম্বন না করা হয়।

নিষিদ্ধ সময়ের বিধি বিধান ঃ

১. উক্ত সময়ে সাধারন ভাবে নফল নামায আদায় করা সর্বসম্মত ভাবে অবৈধ । তবে ঐ নফল নামায যা কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট তা আধায় করা যায়। যেমনঃ তাহিয়্যাতুল মসজিদ। (দ্রঃ বুখারী ও মুসলিম)

২. এ সমস্ নিষিদ্ধ সময় গুলিতে ফরজ নামায কাযা আদায় করা বৈধ। কারন হাদীসে এসেছে যে ব্যক্তি নামায থেকে ঘুমিয়ে যাবে অথবা ভুলে যাবে। তা সে যখনই ঘুম থেকে জাগ্রত হবে বা যখনই স্মরনে অসবে তখনই পড়ে নিবে।

৩. সর্য উদিত হওয়ার সময়, সর্য অস্মিত হওয়ার সময় , এবং সর্য আসমানের মধ্য ভাগে অবস্থানের সময় কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার নমায করা বৈধ হবে না।

প্রশ্ন মালা ঃ

১. নফল নামায কাকে বলে ? উহার মধ্যে সর্বত্তোম কোনটি ?

২. নফল নামায হতে সাত প্রকার নফল নামায উল্লেখ কর ।

৩. নিম্নে বর্নিত নামায গুলির সময় ও রাকাত সংখ্যার বর্ননা দাও ঃ

ফরজ নামাযের সাথে সম্পর্কিত সুন্নতে মুওয়াক্কাদাগুলি, বিতর, চাশতের নামায, ইস্খোরার নামায ।

৪. তেলাওয়াত ও শুকরিয়া জ্ঞাপনের সিজদার মধ্যে পার্থক্য কি ?

৫. সালাতের নিষিদ্ধ সময় হল তিনটি । উক্ত সময় গুলির প্রত্যেকটির শুরূ এবং শেষ সময় এর বর্ননা দাও।

৬. নিষিদ্ধ সময় গুলোর বিধি-বিধান উল্লেখ কর।

অধ্যায় ঃ জামাআতে নামাজ আদায় ঃ

ক) নামায জামাতের সাথে পড়ার রহস্য ঃ

জামাআত ইসলামের বৈশিষ্ট সমহের মধ্যে অন্যতম উৎকৃষ্ট একটি বৈশিষ্ট। ফেরেস্তামন্ডলীর ইবাদত কালীন কাতারের বর্ননা দেয় এই জামাআত। একটি নেতৃত্বশীল সৈন্য দলের ভাবমর্তী অবলম্বন করে এই জামাআত। জামাআত এর সকল সদস্য পরস্পরের সাথে প্রেম-প্রীতি, সহিষ্ণুতা ও ইখলাসের গুনে গুনান্বিত হয়।

এই কারনেই কোন এক বিদ্যান বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের জন্য নিদৃষ্ট কিছু সময়ে জামায়েত হওয়া সংবিধিবদ্ধ করেছেন। এ সময় গুলির কিছু সময় রাতে এবং কিছু সময় দিনে । যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায। আবার এ গুলির কিছু সময় এমন যা সপ্তাহে হয় যেমন ঃ জুমআর নামায। অনুরূপ ভাবে কিছু সময় এমন যা বছরে দুই বার হয়। যেমন ঃ দুই ঈদে প্রত্যেক শহরে জামাআতের জন্য হয়ে থাকে। আর কিছু সময় যা শুধু মাত্র বছরে একবার হয়, আর এই জামাআতটি ব্যপক জামাআত। সেটি হলো আরাফায় অবস্থান। সমস্ হাজী গন অত্র মাঠে একত্রিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে।

খ) জামাআতে নামায পড়ার বিধান ঃ

জামাআতে নামায আদায় করা ঐ সমস্ ব্যক্তিদের উপর আবশ্যক – যারা স্বাধীন পুরূষ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে উপস্থিত হওয়ার সামর্থ রাখে। এদের প্রতি জমাআতে নামায় আদায় করা ওয়াজিব। যদিও তারা মুসাফির হয় না কেন কিংবা অত্যন্ ভয় ভিতিতে নিমর্জিত থাকুক না কেন। কারন আল্লাহ্ বলেন ঃ আর (হে রাসুল !) যখন তাদের মধ্যে উপসিস্থত থাকবেন অতঃপর তাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করবেন তাহলে যেন তাদের একটি দল আপনার সাথে দন্ডায়মান হয়। (সুরা নেসা ঃ আয়াত নং-১০২)

ভয় এবং যুদ্ধের মহুর্তেও জামাআতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সতরাং স্থিতিশীল অবস্থায় এবং শান্তিে থাকাবস্থায় উহা ওয়াজিব হওয়া সহজেই অনুমেয়। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহন করছি যে নামাযের নির্দেশ দিব অতঃপর নামাযের ইকামত দেওয়া হবে। অতঃপর অপর একজনকে নির্দেশ দিব যে লোকদের নিয়ে নমায আদায় করবে। অতঃপর আমি আমার এমন কিছু লোকজন সাথে নিয়ে যাব যাদের নিকটে কাষ্টের বোঝা থাকবে। এদেরকে সাথে নিয়ে যাব ঐ লোক গুলির নিকটে যারা নামাযে উপস্থিত হয় না - অতঃপর তাদেরকে রেখেই তাদের ঘর বাড়ী গুলি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিব। (মুত্তাফাকুন আলায়হে)

নবী (সাঃ) এর কাছে যখন এমন এক অন্ধ ব্যক্তি ঘরে নামায আদায় করার অনুমতি চাইল যার কোন পরিচালক নেই। তখন তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি কি আজান শুনতে পাও? উত্তরে লোকটি বলল হ্যাঁ। নবী (সাঃ) বললেন তাহলে তুমি অবশ্যই জামাআতে উপস্থিত হবে। (মুসলিম)

হযরত মাসউদ (রঃ) বলেন ঃ নিশ্চয় আমি আমাদিগকে দেখেছি [নবী (সাঃ) এর যুগে] জমাআত হতে পশ্চাতে কেউ থাকতনা। তবে ঐ ব্যক্তি থাকতো যে কপট মুসলিম (মুনাফিক) যার কপটতা সর্বজন বিদিত ছিল। (মুসলিম)

জামাতে নামায পড়ার ফজিলতে বহু হাদীস এসেছে যার অন্যতম হল আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)এর বর্ননা। তিনি বলেন ঃ নবী (সাঃ) বলেনঃ জামাআতে নামায আদায়, একাকী নামায আদায় করার চেয়ে ২৭ গুন সওয়াব বেশী। (মুত্তাফাকুন আলায়হে)

গ) কি ভাবে জামাআত ও রাকাআত পাওয়া যায় ঃ

যে ব্যক্তি ইমামের সালাম ফিরানোর আগে আগে তাকবীর তাহরীমা দিবে সে জামাআত এর সওয়াব পেয়ে যাবে। এবং যে ব্যক্তি ইমামের সাথে রূকু পাবে সে সম্পুর্ন রাকাআত পেয়ে যাবে। আর জামাআতের সর্ব নিম্ন সীমা হল দু'জন হওয়া। যদিও একজন পুরূষ ও একজন মহিলা হয়। এমতাবস্থায় মহিলাটি পুরূষের পেছনে দাড়াবে।

ঘ) নামাযের ইমামতিতে যারা অধিক হকদ্বার তাদের স্র নিম্নে বর্নিত বিন্যাস অনুযায়ী প্রদত্ত হল ঃ

১. যে আল্লাহর কিতাব (আল কুরআন) সব থেকে বেশী পাঠ করার যোগ্যতা সম্পন্ন।।
২. যে সুন্নত সম্পর্কে সব থেকে জ্ঞানী।
৩. যে সর্ব প্রথম হিজরত কারী।
৪. যে সবার চেয়ে বয়সে বড়।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ লোকদের ইমামতি করবে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর কিতাব বেশী ভালো করে পাঠ করতে পারে। যদি তারা কিরাআতের ক্ষেত্রে একই মানের হয় তবে তাদের মধ্যে যে সুন্নত সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী সেই ব্যক্তি ইমামতি করবে। যদি সুন্নত জানার ব্যাপারে সকলে সমান হয় তবে ঐ ব্যক্তি ইমামতি করবে যে সর্ব প্রথম হিজরত কারী। যদি তারা হিজরতের ক্ষেত্রেও সমমানের হয় তবে তাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে তাদের ইমামতি করবে। (মুসলিম, আহমদ,আবুদাউদ)

প্রকাশ থাকে যে, নবী (সাঃ) মালিক বিন হুয়াইরেস (রাঃ)কে বলেছিলেন ঃ যখন নামাযের সময় উপস্থিত হবে তখন তোমাদের কোন একজন যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে যেন ইমামতি করে। (মুত্তফাকে আলায়হে) তিনি এরূপ বলেছিলেন কারণ তাদের কিরাআত সমপর্যায়ের ছিল।

অযু ভঙ্গের কারনে বা অন্য কোন কারনে যার নামায বিনষ্ট হয়ে গেছে তার পিছনে নামায বিশুদ্ধ। তবে ঐ ব্যক্তির নামায শুদ্ধ হবে যে তার ইমামের অযু ভঙ্গ সম্পর্কে অবগত নয়। যদি মুক্তাদী অজ্ঞতা বশতঃ নামায পর্ন করে ফেলে তবে মুক্তাদীর নামায শুদ্ধ হবে ইমামের নয়।

মহিলা ইমামতি মহিলার জন্যই সহীহ্। বহু মুত্রের রোগী এবং মুর্খ ব্যক্তি সুরা ফাতেহা ভাল করে পড়তে জানে না এদের ইমামতি শুধু মাত্র তাদের অনুরূপ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই জায়েয।

ঙ) ইমাম ও মুক্তাদীদের অবস্থান ঃ

১. ইমাম জামাআতের সামনে দাড়াবে যদি তারা দুই ও দুইয়ের অধিক হয়। আর যদি মহিলা পাওয়া যায় তবে তারা পুরূষদের কাতারের পিছনে দাঁড়াবে।
২. মুক্তদী যদি একজন হয় তবে ইমামের ডান দিকে দাড়াবে।
৩. মহিলাদের মহিলা ইমাম তাদের কাতারের মধ্যে দাঁড়াবে।
৪. নফল নামায আদায় কারীর পিছনে ফরজ নামায আদায় করা জায়েয ।
৫. অনুরূপ ভাবে ফরয আদায় কারী ইমামের পিছনে নফল নামায আদায় করা জায়েয । দলিল হযরত মুআয (রাঃ) এর ঘটনা । কেননা তিনি নবী (সাঃ) এর সাথে নামায আদায় করে ফিরে এসে নিজের গোত্রের লোকদের নিয়ে ঐ একই নামায আদায় করতেন।

প্রশ্ন মালা ঃ

১) জামাআতে নামায আদায় করার রহস্য কি ?

২) কিছু লোক জামাআতের সাথে নামায আদায় করতে শিথিলতা পোষন করে এই দলিলের উপর আস্থা রেখে যে জমাআতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজেব নয় । কি ভাবে তুমি তাদের প্রতিবাদ করবে ? তোমার জবাবকে তিনটি দলীল দ্বারা শক্তিশালী কর।

৩) শুন্য স্থান পর্ন কর ঃ

জামাআত পাওয়া যাবে যখন .... এবং রাকাআত পাওয়া যাবে যখন .... আর জামাআতে সবথেকে কম সংখ্যা হল .....।

৪) ইমামতের বেশী হক দার হওয়ার দিক থেকে নিম্ন ব্যক্তিদেরকে সুবিন্যস্ কর অর্থাৎ তাদের ধারাবাহিকতা উল্লেখ কর।

* সর্বগ্রে হিজরতকারী, সুন্নত সম্পর্কে সব থেকে বেশী জ্ঞানী, কিতাবুল্লাহ বেশী ভালো করে পাঠ কারী, সব থেকে বয়সে বড়।

৫) যদি পাঁচ জন পরুষ ও একজন মহিলা হয় তাহলে কিভাবে তারা নামাযের কাতার বাঁধবে ?

৬) বর্নিত বাক্য গুলির মধ্যে কোনটি শুদ্ধ ও কোনটি অশুদ্ধ বর্ননা দাও। এবং অশুদ্ধ বাক্যটিকে শুদ্ধ কর।

ক. অযু ভঙ্গের কারনে অথবা অন্য কোন কারনে যার নামায নষ্ট হয়ে গিয়েছে এমন ব্যক্তির পিছনে নামায বৈধ নয়। তবে ঐ ব্যক্তির নামায শুদ্ধ হবে যে তার ইমামের অযুহীনতা সম্পর্কে অবগত নয়।

খ. মহিলার ইমামতি মহিলা ব্যতীত অন্যের মধ্যে শুদ্ধ নয়।

গ. বহু মুত্র রোগী ও মুর্খ ব্যক্তি এমন লোকদের ক্ষেত্রে ইমামতি করা যাদের মধ্যে ঐ দোষ ত্রুটি গুলি নেই।

ঘ. নফল নামায আদায় কারীর পিছনে ফরজ নমায আদায় করা জায়েয নেই।

ঙ. মহিলদের মহিলা ইমাম কাতারের ডান দিকে খাড়া হবে।

অধ্যায়ঃ জুমআর নামায

জুমআ হল ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের ঈদ। এ জুমআই ভাইকে স্বীয় ভাইয়ের সাথে, বন্ধুকে বন্ধুর সাথে জমায়েত করে। এবং একত্রিত করে গ্রাম বাসীকে সপ্তাহের ক্লান্তি - ক্লেশের পর।

ক) জুমআর বিধান ঃ

উহা প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির উপর ওয়াজিব । যে পুরূষ, প্রাপ্ত বয়স্ক , জ্ঞান সম্পন্ন, স্বাধীন ও মুকীম। উহা অসুস্থ, কৃতদাস ও মহিলার উপর ওয়াজিব নয়। তবে তাদের মধ্য হতে কেউ জুমআয় উপস্থিত হলে উহা তাদের জন্য যোহর নামাযের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে। সফরের অবস্থায় কোন জুমআ নেই। তবে মুসাফির ব্যক্তি যদি শহরে অবস্থান করে এবং আযান শুনতে পায় তাহলে তার উপস্থিত হওয়া উচিত।

খ) জুমআ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী ঃ

উহাকে তার সঠিক সময়ে আদায় করা, জুমআ ওয়াজেব এমন ব্যক্তিদের কমপক্ষে তিন জন উপস্থিত হওয়া, উহার পর্বে দুইটি খুৎবা পরিবেশন করা, প্রত্যেক খুৎবাতে আল্লাহ্র প্রশংসা এবং রাসুল (সাঃ) এর উপর দরূদ থাকবে এবং অন্ত একটি আয়াত এবং এমন বক্তব্য থাকবে যা বর্তমান সপ্তাহের সমস্যার সাথে সামাঞ্জস্যশীল । এ দিনটি সপ্তাহের সর্বোত্তম দিন।

গ) উহার ফজিলত ঃ

উহা যোহর নামাযের চাইতে মর্যাদা সম্পন্ন । বস্তুত উহা এমন একটি দিন যে দিন আল্লাহ আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করেছিলেন, এবং এই দিন তাকে জন্নাতে প্রবেশ করিয়ে ছিলেন এবং এই দিনে তাকে জান্নাত হতে বের করেছিলেন । আর এই দিনেই কিয়ামত (তথা মহা প্রলয় দিবস) অনুষ্ঠিত হবে।

ঙ) জুমাআ আদায়ের পদ্ধতি ঃ

উহা দুই রাকআত যা মুসল্লীগন দুই খুৎবার পরে আদায় করবে। ঐ দুই রাকআতে কেরাত জাহরী হবে (অর্থাৎ স্বরবে হবে নীরবে নয়) ।

আর উহার সময় হলো ঃ কোন কোন বিদ্যান বলেছেন, ঈদের নামাযের সময় থেকে নিয়ে যোহরের শেষ সময় পর্যন্ত এবং উহা সর্য ঢলে যওয়ার পর আদায় করা উত্তম। তবে সব থেকে প্রধান্য যোগ্য কথা হল ঃ উহার সময় যোহরের সময় এর অনুরূপ। যে ব্যক্তি উহার (জুমাআর) এক রাকআত ইমামের সাথে পাবে সে জুমআহ পেয়ে যাবে। যদি এক রাকআতের কম পায় তবে সে উক্ত নামাযকে যোহর হিসাবে পর্ন করবে।(অর্থ্যাৎ চার রাকআত পরা করবে।)

নবী (সাঃ) বলেন ঃ " যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জুমআর এক রাকআত পেল সে পুরা নামাযই পেল।" (ইবনে মাজাহ্)

চ) জুমআর মুস্তাহাব বিষয় সমহ ঃ

গোসল করা, সুন্দর ও পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা, সুগন্ধি মাখা, মেসওয়াক করা, ইমামের নিকটবর্তী বসা, জুমআর দিনে সুরা কাহাফ পাঠ করা, ঐ দিনে ফজরের প্রথম রাকাআতে আলিফ লাম- মীম আস্সাজদাহ্ পাঠ করা, এবং দ্বিতীয় রাকাআতে " হাল আতা আলাল ইনসান" সুরা পাঠ করা মুস্তাহাব। কারন নবী (সাঃ) তা করতেন । (মুত্তাফাকুন আলায়হে) তবে উহা সর্বদা পালন করবে না।

ছ) খুৎবার সময় কথা বলার বিধান ঃ

ইমামের খুৎবাদান কালীন কথা বলা জায়েয নয়। তবে ইমাম এবং তিনি যার সাথে কথা বলেন তারা এর ব্যতিক্রম। এমন কি সালাম ও সালামের উত্তর এবং হাঁচি দান কারীর জবাব কিছুই দেওয়া যাবে না। কারন নবী (সাঃ) বলেন ঃ " যদি তোমার সাথীকে ইমামের খুৎবা চলা কালীন সময়ে বল যে তুমি চুপ থাক। তাহলে তুমি অহেতুক কথা বললে। (মুত্তফাকুন আলায়হে)

যে ব্যক্তি বিলম্ব করে ইমামের খুৎবা দান কালীন সময়ে আসবে সে বসার পর্বে হালকা করে দুই রাকাআত নামায আদায় করবে। কারন এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লহ্ (সাঃ) এর এই হাদীসটি ব্যাপক অর্থবোধক ঃ "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন দুই রাকাআত নামায আদায় না করে না বসে ।" (মুত্তাফাকুন আলায়হে) তিনি আরো বলেন (জুমআর দিনের ক্ষেত্রে) "যখন তোমাদের কেউ যদি ইমামের খুৎবা প্রদানের সময় মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন হালকা করে দুই রাকাত নামায আদায় করার পর্বে না বসে। (মুসলিম)

জ) জুমআর সুন্নত নামায ঃ

জুমআর পর্বে ধরা বাধা কোন সুন্নত নেই। উহার পরে চার রাকাআত, দুই দুই রাকাআত করে আদায় করবে। চাই তা মসজিদে হোক বা বাড়ীতে। আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্নিত নবী (সাঃ) বলেন ঃ "যখন তোমাদের কেউ জুমআ আদায় করবে তখন সে যেন এর পরে চার রাকাআত নামায আদায় করে। (মুসলিম)

ঝ) জুমআর মাকরূহ বিষয় সমুহ ঃ

১. এক হাতের আঙ্গুলির ফাঁকে অপর হাতের আঙ্গুল প্রবেশ করানো।

২. কঙ্কর স্পর্শ করা। (বা অনর্থক খেলা-ধুলা করা।)

ঞ) জুমআহ্ ও জমাআত হতে পশ্চাদে থাকার বৈধ ওযর সমুহ ঃ

নিম্নের ব্যক্তিদেরকে জুমআ ও জামাআত পরিত্যাগ করার জন্য মা'যর গন্য করা হয় ঃ যেমন অসুস্থ ব্যক্তি , ভীত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি সঙ্গী-সাথী ছুটে যাওয়ার ভয় করে । এবং যে ব্যক্তি নিজের আত্মার ক্ষতি, সম্পদের ক্ষতি, এবং বন্ধুর ক্ষতির ভয় করে। অথবা যে পশ্চাদে থাকে মসুলধারার বৃষ্টির কারনে, ঠান্ডা ও প্রচন্ড বাতসের কারনে। দলীলঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমরা সমর্থানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর । (সরা আগাবুন ঃ আয়াত নং- ১৬)

প্রশ্ন মালা ঃ

১. জুমআর নামায সংবিধিবদ্ধ করার পিছনে কি রহস্য আছে ?

২. জুমআর নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্ত গুলি কি? উহা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত গুলি কি কি ?

৩. জুমআর নামাযের পদ্ধতি উল্লেখ কর ? উহার সময় কোনটি ?

৪. জুমআর মুস্তাহাব বিষয় সমুহ হতে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ কর।

৫. কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভূল বাক্য তার বর্ননা দাও। এবং ভুল বাক্য গুলি শুদ্ধ কর।

ক) যোহরের নামায জুমাআর নামায অপেক্ষা উত্তম এবং জুমআর দিনটি সপ্তাহের সর্বোত্তম দিন।

খ) যে ব্যক্তি জুমআর দিনে সালাম ফিরানোর পর্বে ইমামকে পাবে সে জুমআহ্ পেয়ে যাবে।

গ) জুমআর পুর্বের সুন্নত হল চার রাকআত (দুই দুই রাকাআত করে)

ঘ) জুমআহ্ ও জামাআত পরিত্যাগ করনে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগন মা'যুর বলে গন্য হবে না। অসুস্থ ব্যক্তি, ভীত ব্যক্তি, এবং যখন মশুলধার বৃষ্টি হবে, প্রচন্ড ঠান্ডা হবে, প্রচন্ড বাতাস হবে।

অধ্যায়ঃ ওযর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামাযের পদ্ধতিঃ

ক) অসুস্থ ব্যক্তির নামায ঃ

অসুস্থ ব্যক্তিকে ফরয নামায দাঁড়িয়েই পড়া আবশ্যক। যদি তার দাঁড়ানোর ক্ষমতা না থকে তবে বসে পড়বে। যদি তাও না পারে তবে এক পাশে হয়ে শুয়ে শুয়ে পড়বে। নবী (সাঃ) ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) কে বলেন ঃ তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। যদি না পার তবে বসে বসে আদায় করবে। আর যদি বসেও না পার তবে এক পার্শে শুয়ে শুয়ে পড়বে। (বুখারী ও সুনান চতুষ্টয়)

যদি তাও কঠিন হয় তবে সে পিঠের উপর ভর করে চিৎ হয়ে নামায আদায় করবে এবং তার পা দু খানা কিবলার দিকে থাকবে। যদি রূকু সিজদা করতে অক্ষম হয় তবে মাথা দ্বারা ইশারা করবে। যদি এরও ক্ষমতা না রাখে তবে চক্ষু দিয়ে ইশারা করবে। যদি তার উপর কঠিন হয়ে পড়ে প্রত্যেক নামাযকে সময় মত আদায় করা তবে তার জন্য অবকাশ রয়েছে যোহর -আসর ও মাগরিব-এশাকে জমা করে এক সঙ্গে যে কোন নামাযের সময়ে পড়া। আর অসুস্থ ব্যক্তি হতে নামায অপসারিত হয় না যত ক্ষন পর্যন্ত তার বিবেক উপস্থিত থাকবে। এবং সে আল্লাহকে তার সাধ্যানুযায়ী ভয় করবে। বেহুঁশ অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামায গুলি সে কাযা করে পড়ে নিবে। কারন নবী (সাঃ) বলেন ঃ "আমি যখন তোমাদেরকে কোন কাজের নির্দেশ দেই তখন তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী তা বাস্বায়ন কর।" (মুত্তাফাকুন আলায়হে)

খ) মুসাফিরের নামায ঃ

ইসলামের উদারতার এক অনুপম উদাহারন হল ঃ সফরের ক্ষেত্রে কসর ও দুই নামাযকে একত্রিত করার বৈধতা। যে ব্যক্তি বৈধ কোন সফরে পাঁয়ে হেঁটে দুদিনের সমান পথ অতিক্রম করে তার জন্য এ বিধান। সে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে দু রাকাআত পড়বে এবং দুই নামাযকে উহার যে কোন একটির সময় একত্রিত আদায় করবে। এবং সফরের শেষ পর্যন্ত এরূপ করতে থাকবে। এ সফরের সাধারণ দুরুত্ব হলো ৭০ হতে ৮০ কিঃ মিঃ। সফর গাড়ীতে হোক বা সাইকেলে উক্ত দুরুত্ব বা তার অধিক দরুত্ব অতিক্রম করলেই মুসাফির ব্যক্তি নামায কসর করবে এবং দু নামাযকে একত্রিত করবে। কেননা সফরের মাধ্যম যতই সহজ সাধ্য হোক না কেন সফর মলতঃ কষ্টের কাজ। মুসাফির যদি নামায পরাই পড়তে চায় পড়তে পারে তবে কসর পড়াই তার জন্য উত্তম।

এ বিধানে নামায কসর শুরু করবে যখন সে স্বীয় শহরের বাড়ী-ঘর ছাড়িয়ে যাবে। যদি কোন মুক্বিমের পিছনে নামায পড়ে তবে তা পর্ণ পড়াই আবশ্যক হবে। এমনি ভাবে যদি সফর শেষ করে ফেলে এবং মুক্বিম হয়ে যায় তাহলেও নামায পর্ণ পড়বে, কসর করবে না।

গ) দু'নামায একত্রিত করাঃ

ইতি পর্বে মুসাফিরের বৈধ সফরে দুই নামাযকে একত্রিত পড়ার বিধান আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ জোহর ও আসর এবং মাগরীব ও এশার নামায অগ্রীম একত্রিত করা বা বিলম্বে একত্রিত করা। তেমনি ভাবে মুক্বিম

অবস্থায়ও কাদা, বৃষ্টি, প্রচন্ড বাতাস, প্রচন্ড ঠান্ডা এবং অসুস্থতার কারণে দুই নামাযকে একত্রিত পড়া বৈধ রয়েছে।

ঘ) ভয় - ভীতির নামায ঃ

ভয় ভীতি অবস্থায় নবী (সাঃ) যে সমস্ পদ্ধতিতে নামায পড়েছেন সে সমস্ পদ্ধতিতে পড়া বৈধ। আর উহা আদায়ের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ পদ্ধতি হল এই যে ইমাম তাদেরকে দুটি দলে বিভক্ত করবে। এক দল পাহারা দিবে অপর দলটি তার সাথে এক রাকাআত নামায আদায় করবে। যখন তিনি দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠে দাড়াবে তখন তার সাথে যে দলটি ছিল ঐ দলটি ইমাম থেকে পৃথক হওয়ার নিয়ত করবে অতঃপর তারা আলাদা আলাদা করে বাকী রাকাআত আদায় করবে এবং তারা পাহাড়া দেওয়ার জন্য চলে যাবে। এবং দ্বিতীয় দলটি আসবে এবং ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকাআতটি পড়বে। যখন ইমাম রাকআত সমাপ্তি করবে তখন তারা আলাদা আলাদা ভাবে নামায পুর্ন করবে এবং এ সময় ইমাম বসে থেকে তাদের তাশাহুদের অপেক্ষা করবে। তার পর তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরবে।

আর যদি ভয় ভীতি বেশী হয়ে যায় তবে তারা কেবলা মুখী হয়ে ও সওয়ারী অবস্থায় নামায আদায় করবে। এ ক্ষেত্রে তারা রূকু সেজদা ইশারায় করবে। এবং যারা নিজের আত্মার উপর ভয় করে তারা প্রত্যেকেই তার অবস্থানুযায়ী নামায আদায় করবে। এবং নিজেকে রক্ষার জন্য যে সমস্ কাজ করা দরকার তা সবই করবে। আর এ বিধান গুলো ইসলামের উদারতা ও সহজতার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন মালা ঃ

১. অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের পদ্ধতি দলীল সহ উল্লেখ কর।

২. মুসাফির ব্যক্তি কখন নামায কসর এবং জমা করবে ? এবং কোন নামায গুলিকে কসর ও জমা করবে ? এবং কখন উহা শুরূ করবে ?

৩. ভয়-ভীতির নামাযের একটি পদ্ধতি উল্লেখ কর।

৪. ভুল বাক্য গুলির মধ্য হতে শুদ্ধ বাক্য নির্নয় কর এবং ভূল বাক্যটি শুদ্ধ কর।

ক) অসুস্থ ব্যক্তি এর যিম্মাদারী থেকে নামায পড়ে যায় এবং তার জন্য বৈধ আছে উহাকে তার সময় হতেবিলম্বিত করে আদায় করা।

খ) বিমান যোগে সফর কারীর জন্য কসর করা বৈধ নয় কারন এতে কষ্ট পাওয়া যায় না।

গ) অসুস্থতা, প্রচন্ড ঠান্ডা,বৃষ্টি,কাদা ইত্যাদী কারনে মুকিম অবস্থায় নামায জমা করা বৈধ নয় ।

অধ্যায়ঃ দুই ঈদের নামায

ক) দুই ঈদের ফযীলত ও মুসলিম জাতির উপর উহার প্রভাব ঃ

ঈদ পরস্পরের সাথে প্রীতি মোহাব্বত নিয়ে যে ভাবে মুসলমানদের নিকট আগমন করে, তাতে নিঃসন্দেহে ইহা একটি সনদ যা মোটেই খাটো করে দেখা যায় না। মুসলমানদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ বিদরিত হওয়ার ব্যাপারে ঈদ হলো একটি অভত পর্ব সম্মিলন।

মুসলিম ব্যক্তি আনন্দ বোধ করে কারন আল্লাহ তাকে তাওফিক দিয়েছেন ইসলামের রূকুন সমুহের অন্যতম দুটি রূকুন তথা হজ্জ ও সিয়াম পালনের । সুতরাং তার উপর ওয়াজিব হল হেদায়েত প্রাপ্তির বদৌলতে শোকর গুজারী ও নামাযের মাধ্যমে স্বীয় প্রভুর দিকে ধাবিত হওয়া । তবে ঈদের দিবসে শরীয়তে হারাম করা হয়েছে এমন সব কাজের জন্য জামায়েত হওয়া হারাম। যেমন পুরূষ-মহিলার সংমিশ্রন, নামাযে অবহেলা, অশ্লীল গান শুনা ইত্যাদী।

আমরা দুই ঈদে যে বৈধ খেলা-ধুলা করার অনুমতি পাই নিঃসন্দেহে তা ইসলামের উদারতার একটি অন্যতম দিক। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ নবী (সাঃ) মদীনায় আগমন করলেন এমতাবস্থায় যে তাদের দুটি দিন ছিল ঐ দুই দিনে তারা খেলাধুলা করত। তখন নবী (সাঃ) বললেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে ঐ দুই দিনের পরিবর্তে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দুটি দিন দান করেছেন।" (আবু দাউদ, নাসায়ী)

দুই ঈদের নামাযের বিধান ঃ

ইহা দ্বীন ইসলামের প্রকাশ্য নিদর্শন সমহের অন্যতম। ঈদের নামায হলো ফরজে কেফায়া (অধিকাংশের মতে ইহা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, কতিপয় মুহাক্কেকীন ইহাকে ওয়াজিবও বলেছেন।) নবী করীম (সাঃ) এ নামায তাঁর উম্মতের জন্য শরীয়ত সিদ্ধ করেছেন এবং তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি মহিলাদেরকেও তাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর নিজেও তিনি উহা স্থায়ী ভাবে আদায় করেছেন।

ঈদের নামাযের সময়ঃ

এক তীর পরিমাণ সর্য উপরে উপরে ওঠা থেকে তা পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর্ব পর্যন্ত। ঈদুল আজহা জলদী করে এবং ঈদুল ফিতর দেরী করে আদায় করা সুন্নত।

যে স্থানে এ নামায পড়বেঃ

ঈদ গাহ বা মাঠে এ নামায আদায় করা সুন্নত।

ঈদের জন্য কতিপয় সুন্নতঃ

১) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।

২) সুন্দর পোষাক পরিধান করা। কিন্তু মহিলাগণ তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না এবং আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।

৩) শীঘ্র শীঘ্র ঈদের মাঠে যাওয়া।

৪) এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা। (বুখারী)

৫) ঈদের নামাযের পর্বে কোন প্রকার নফল নামায না পড়া। তবে ঈদের নামায মসজিদে হলে বসার পর্বে দু রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়বে।

৬) ঈদ উপলক্ষে একে অপরকে অভিনন্দন জানানো সুন্নত। তবে এর নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই। (অবশ্য সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁরা এই দিনে এক অপরকে বলতেনঃ تقبل الله منا ومنكم (অর্থঃ আল্লাহ্ আমাদের ও আপনাদের সৎ আমলগুলো কবল করুন।)

ঈদের নামায আদায়ের পদ্ধতিঃ

নামাযের সময় উপস্থিত হলে ইমাম আগে বেড়ে সবাইকে নিয়ে দু রাকাত নামায আদায় করবেন। এ নামাযে আযান ও ইকামত নেই। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরিমার পর ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর দিবে। এবং দ্বীতিয় রাকাতে পাঁচটি। প্রত্যেক তাকবীরের সাথে দু হাত উত্তোলন (রাফউল ইয়াদায়ন) করবে। (অবশ্য হাত না উঠালেও কোন অসুবিধা নেই।) প্রত্যেক দুই তাকবীরের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং নবী (সাঃ) এর উপর দরূদ পাঠ করবে। অতঃপর প্রত্যেক রাকাতে সরা ফতিহা পাঠ করবে। দু রাকাতেই ক্বিরাত স্বরবে পড়বে। সুন্নত হলো প্রথম রাকাতে সরা আ'লা এবং দ্বীতিয় রাকাতে সরা গাশিয়া পড়া। সালামের পর ইমাম চলমান পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করে দুটি খুতবা প্রদান করবেন।

ইমামের সালাম ফিরানোর পর্বে যদি নামাযে শরীক হতে পারে তবে পরে তা নির্দিষ্ট নিয়মে পর্ণ করে নিবে। ঈদের নামায ছুটে গেলে তার কোন কাজা নেই। তবে ইচ্ছা করলে নফল হিসেবে দু রাকাত নামায আদায় করতে পারে। আর যদি কেহ ঈদের নামায নফল নামাযের মত করে আদায় করে তাবে তা করতে পারে। কেননা ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীরসমহ এবং খুতবা সুন্নত, ওয়াজিব বা আবশ্যক নয়।

তাকবীরঃ

দুই ঈদের রাত্রীতে, জিল হজ্জের ১০ তারিখে এবং তাশরীকের দিনগুলোতে তাকবীর বলা মুস্হাব। তাকবীর দু প্রকারঃ

ক) মুত্বলাক বা অনির্দিষ্ট তাকবীরঃ অর্থাৎ যে তাকবীর ফরজ নামায সমহের শেষে বলার জন্য নির্দিষ্ট নয়। এ তাকবীর ঈদুল ফিতরের রাতে সর্যাস্পের পর থেকে ঈদের নামাযের পর্ব পর্যন্ চলতে থাকবে। ঈদের নামাযে যাওয়ার সময় রাস্তেও এ তাকবীর বলবে। এবং নামাযের জন্য ইমামের অপেক্ষায় ঈদগাহে বসে থেকেও তা পাঠ করতে থাকবে। কেননা হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তা করতেন। (দারাকুত্বনী)

আর ঈদুল আজহায় নয় তারিখে সর্যাস্পের পর থেকে তাশরীকের শেষ দিনের বা ১৩ তারিখের সর্যাস্ পর্যন্ তাকবীর বলতে থাকবে। – ইমাম বুখারী বলেনঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) জিলহজ্জের প্রথম দশকের দিনগুলোতে বাজারে বের হলে তাকবীর বলতেন, তখন লোকেরাও তাঁদের সাথে সাথে তাকবীর বলত।

খ) মুকাইয়াদ বা নির্দিষ্ট তাকবীর ঃ এ তাকবীর শুধু ফরজ নামায সমহের শেষে বলার জন্য নির্দিষ্ট। এটা শুরু হবে আরাফাতের দিন ফজরের নামাযের পর থেকে এবং চলতে থাকবে তাশরীকের শেষ দিনের অসরের নামায পর্যন্। তবে হজ্জে অবস্থনরত মুহরিম ব্যক্তি তাকবীর শুরু করবে কুরবানীর দিন জোহর নামাযের পর থেকে এবং তা চালু রাখবে আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্।

মসজিদ, ঘর, বাজার ইত্যাদী স্থানে উঁচু স্বরে তাকবীর বলা মুস্হাব।

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের (রাজিঃ) বর্ণনায় তাকবীরের যে পদ্ধতি এসেছে তা হলোঃ

" اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ ، اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ"

অথবা বলবেঃ

" اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْراً "

তবে এই বর্ণনাটি হযরত সালমান (রাজিঃ) থেকে মওকুফ সত্রে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন মালাঃ

১) মুসলমানদের মাঝে দুই ঈদের মর্যাদা কি ? এ দিনে কি গান-বাদ্য এবং হারাম খেল-তামাশায় লিপ্ত হওয়া বৈধ ?

২) শুন্যস্থান পরণ কর ঃ ঈদের নামাযের বিধান হলো ..... এর সময় হলো.....থেকে .....পর্যন্ত। .....নামায জলদী পড়া এবং ..... নামায বিলম্বে পড়া সুন্নত। আর ইহা .....আদায় করা সুন্নত।

৩) ঈদের নামায আদায় করার পদ্ধতির একটি বিবরণ দাও। যদি ইহা ছুটে যায় তবে কিভাবে তা আদায় করবে?

৪) তাকবীর কয় প্রকার ? প্রত্যেক প্রকার কখন শুরু হবে এবং কখন শেষ হবে ? তাকবীর কিভাবে পড়তে হবে?

অধ্যায় ঃ ইস্সে্কার নামাযঃ

ক) এ নামাযের বিধানঃ

যখন অনাবৃষ্টি হবে এবং খরা দেখা দিবে তখন এ নামায আদায় করা সুন্নত। এ নামায আদায় করার জন্য যখন ইমাম বের হবেন তখন মানুষকে নসীহত করবেন, তাদের তওবা করার নির্দেশ দিবেন, অন্যের হক্ব তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিতে, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করতে বলবেন, আর তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন নফল রোজা ও সাদকা করতে। কেননা পাপাচার আকাশের পানির ফোটা রোধ করে দেয়।

খ) ইস্সেকার নামাযের পদ্ধতিঃ

মানুষ এ নামাযের জন্য মলিন ও বিনয় অবস্থায় বের হবে। অতঃপর ইমাম তাদেরকে নিয়ে ঈদের নামাযের ন্যায় দু রাকাত নামায আদায় করবেন। এরপর দুটি খুতবা দিবেন। এতে বেশী বেশী ইস্গেফার পাঠ করবেন এবং এমন আয়াত তেলাওয়াত করবেন যা মানুষকে ইস্গেফারের নির্দেশ দেয়।

অতঃপর ক্বিবলা মুখী হয়ে গোপনে দুআ করবেন, দুআ শেষে স্বীয় চাদর উল্টিয়ে পরবেন। উপস্থিত মুসল্লিগনও নিজেদের পোষাক উল্টিয়ে নিবেন। রাসলুল্লাহ্ (সাঃ) এর অনুসরন করে তারা এরূপ করবেন।

নামায ছাড়া অন্য পদ্ধতিতেও বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা যায়। বিশুদ্ধ সত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসলুল্লাহ্ (সাঃ) জুমআর খুতবায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছেন। অথবা বৃষ্টির জন্য মানুষ একক ভাবেও ইস্সে্কার নামায পড়তে পারেন।

গ) এ নামায পড়ার সময় ঃ

ঈদের নামাযের অনুরূপ হলো এ নামাযের সময়।

ঘ) ইস্সেকার কতিপয় সুন্নতঃ

১) প্রথম বার বৃষ্টি পড়ার সময় বৃষ্টিতে নেমে পড়া এবং স্বীয় কাপড় গুটিয়ে বৃষ্টির পানি গায়ে মাখা সুন্নত। হযরত আনাস বলেনঃ একদা বৃষ্টি হলো সে সময় রাসলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি কাপড় গুটিয়ে বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়লেন এবং বৃষ্টির পানি তাঁকে স্পর্শ করল। আমরা আরজ করলাম– কেন আপনি এরূপ করলেন !? তিনি বললেনঃ এই কারণে যে এখনি এই বৃষ্টির পানি তার প্রভর নিকট থেকে এসেছে। (সহীহ্ মুসলিম ও আবু দাউদ)

২) আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহে আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে – এরূপ বলা সুন্নত। অমুক তারকার প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে –এরূপ বলা হারাম। রাসলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি এরূপ বলে, আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহে আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে , সে আমার (আল্লাহ্‌র) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কারী এবং তারকার প্রভাবকে অস্বীকার কারী। কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ বলে– অমুক অমুক তারকার প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে অমাকে (আল্লাহ্‌কে) অস্বীকার কারী এবং তারকার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কারী। (বুখারী ও মুসলিম)

৩) এরূপ বলা সুন্নত (اللهمَّ صَيِّباً نَافِعاً) হে আল্লাহ্ আপনি আমাদেরকে উপকারী বৃষ্টি দান করুন। (বুখারী)

৪) বজ্রপাতের শব্দ শুনলে এই দুআ পাঠ করবেঃ

(سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)

পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্বার যার প্রশংসার সাথে সভয়ে তসবিহ্ পাঠ করে বজ্র ও ফেরেস্তাকুল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর এরূপ বলতেন।

৫) যদি অতি বৃষ্টি দেখা দেয় এবং এতে শংকিত হয়ে পড়ে তবে এই দুআ পাঠ করা সুন্নতঃ

(اللهم حوالينا ولاعلينا ، اللهم على الآكام و الظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر)

অর্থঃ হে আল্লাহ্ , আমাদের চতুর্পার্শ্বে বৃষ্টি নাযিল কর আমাদের উপরে নয়। হে আল্লাহ্ বৃষ্টিপাত কর টিলা সমহের উপর, পাহাড়ের চুঁড়ায়, উপত্যকা সমহে এবং সে সকল স্থানে যেখানে উদ্ভিদ জন্মলাভ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

৬) প্রবল ভাবে বাতাস প্রবাহিত হলে এই দুআ পড়বেঃ

(اللهم إني أسألك خيرها ، وخير ما فيها ، وخير ما ارسلت به ، وأعوذ بك شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما ارسلت به.)

অর্থঃ হে আল্লাহ্ আমি এই বাতাসের কল্যাণ, যে কল্যাণ উহাতে নিহিত আছে এবং যে কল্যাণ দিয়ে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার কাছে – সে বাতাসের অকল্যাণ থেকে, যে অকল্যাণ তাতে নিহিত আছে তা থেকে এবং যে অকল্যাণসহ তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তা থেকে। (মুসলিম)

অধ্যায় ঃ চন্দ্র-সর্য গ্রহণের নামায ঃ

ক) এ নামাযের বিধানঃ

এ সামায হলো সুন্নতে মুওয়াক্কাদাহ্। যখন সর্য বা চন্দ্র গ্রহণ হবে তখন মানুষ দ্রুত নামাযের দিকে অগ্রসর হবে। রাসলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ নিশ্চয় সর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমহের মধ্য হতে দুটি নিদর্শন। কারো জন্ম

বা মৃত্যু উপলক্ষে তারা গ্রহণ যুক্ত হয় না। তোমরা যখন এরূপ দেখবে তখন এ বিপদ দরিভত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা নামায পড়বে এবং দুআ করতে থাকবে। (বুখারী)

খ) চন্দ্র-সর্য গ্রহণের নামায আদায়ের পদ্ধতিঃ

চন্দ্র-সর্য গ্রহণের নামায হলো দু রাকাত। তাকবীরে তাহরিমার পর স্বরবে সরা ফাতিহা পড়বে অতঃপর একটি দীর্ঘ সরা পাঠ করবে। অতঃপর দীর্ঘ সময় ধরে রুকু করবে। রুকু হতে দাঁড়িয়ে আবার সরা ফাতিহা পড়ে দীর্ঘ একটি সরা পড়বে তবে উহা আগেরটির তুলনায় কিছুটা ছোট হবে। অতঃপর অতঃপর দীর্ঘ সময় ধরে রুকু করবে তবে উহার সময় প্রথম রুকুর তুলনায় কিছুটা কম হবে। রুকু থেকে উঠে দীর্ঘ সময় ধরে দুটি সিজদা করবে। (এ ভাবে দুটি রুকুর মাধ্যমে এক রাকাত পর্ণ হবে।)

অতঃপর দ্বীতিয় রাকাতের জন্য উঠে দাঁড়াবে এবং প্রথম রাকাতের ন্যায় এ রাকাত আদায় করবে। দু রাকাত নামায চার রুকু বিশিষ্ট হবে।

প্রত্যেক রাকাতে যদি তিনটি বা চারটি করে রুকু দেয়া হয় তবুও তা দেয়া যেতে পারে। কেননা এরূপ ও রাসলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে।

গ) এ নামাযের সময়ঃ

গ্রহণ শুরু হওয়া থেকে উহা শেষ হওয়া পর্যন্ত হলো এ নামায আদায় করার সময়। এ নামায ছুটে গেলে তার কোন কাজা নেই।

প্রশ্নমালাঃ

১) ঈদের নামায পড়ার বিধান কি? কখন এ নামায পড়তে হয়? ঈদের নামাযের জন্য কি কি বিষয় বিধিসম্মত?

২) ইস্সে্কা নামায আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর। উহার সময় কখন বল।

৩) নিম্ন লিখিত বিষয় গুলোর দুআ উল্লেখ করঃ

ক) বৃষ্টিপাত হলে।

খ) অতি বৃষ্টি আশংকা করলে।

গ) বজ্রপাত শুনলে।

ঘ) প্রচন্ড বাতাস প্রবাহিত হলে।

৪) বৃষ্টিপাতের সময় তাতে নেমে পড়া কি সুন্নত ? তোমার জবাবের দলীল কি?

৫) চন্দ্র-সর্য গ্রহণের নামাযের বিধান কি ? উহা কখন পড়তে হয় ?

৬) চন্দ্র-সর্য গ্রহণের নামায পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা কর ? এতে কয় রাকাত নামায পড়তে হয় ? এবং এর কয়টি পদ্ধতি আছে ?

অধ্যায় ঃ জানাযা নামায ঃ

মানুষের আয়ু যতই বেশী হোক না কেন তাকে অবশ্যই সফর করতে হবে। অবশ্যই তাকে পরিশ্রমের স্থান থেকে প্রতিদানের স্থানে যেতে হবে। কেননা দুনিয়া হল গমনাস্থান আর আখেরাত হলো স্থায়ী আবাসস্থল। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

(أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لاترجعون)

অর্থঃ তোমারা কি ধারণা করেছো যে, তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং তোমরা অমাদের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না ? (সরা মুমেনন- ১১৫)

অতএব মৃত্যু একটি বাস্ব সত্য এবং নিশ্চিত ভাবে সবাই মৃত্যু বরণ করবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

(فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون)

অর্থঃ অতঃপর যখন তাদের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে তখন তারা এক মহুর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না। (সরা নাহাল-৬১)

রাসলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

(اكثروا من ذكر هادم اللذات)

অর্থঃ তোমরা সমস্ স্বাদ বিনষ্টকারী (মৃত্যুর) কথা বেশী বেশী স্মরণ কর। (তিরমিযী, নাসাঈ)

(ক) অসুখ-বিসুখ ঃ

যে ব্যক্তি তার শরীরে ব্যথানুভব করবে সে (ব্যাথাযুক্ত স্থানে স্বীয় হাত রেখে ৩ বার বলবে বিসমিল্লাহ অত:পর এই দোয়াটি সাত বার বলবেঃ

(أَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ ماَ أَجِدُ وَأُحاَذِرُ)

অর্থ: আমি আল্লাহ্ ও তাঁর শক্তির মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি যা অনুভব করছি এবং ভয় করছি উহার অনিষ্ট হতে। (মুসলিম)।

কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে (এই দোয়া) বলবে ঃ

(لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ)

অর্থ: এ অসুখে কোন অসুবিধা নেই, ইন্শাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চায়) ইহা (তো গুনাহ্ থেকে) পবিত্রকারী। (বুখারী)

আর যদি তাকে ঝাড়-ফুঁক করতে চায় তবে এই দুআ বলবেঃ

(أَذْهِبِ الْبَاَسَ ، رَبَّ النَّاسِ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً)

“হে মানুষের প্রভ, বিপদ দরভীত করে দাও, আরোগ্য দান কর - এমন আরোগ্য যার পর আর কোন রোগ অবশিষ্ট না থাকে, কেননা তুমিই একমাত্র আরোগ্য দান কারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া আর কারো আরোগ্য নেই।” (বুখারী, মুসলিম)

রোগীর মৃত্যু আসন্ন না হলে যদি এই দোয়াটি সাত বার বলে তবে অবশ্যই সে আরোগ্য লাভ করবেঃ

(أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمَ ، أَنْ يَشْفِيَكَ)

“আমি মহান অল্লাহ, আরশে আযীমের প্রভুর নিকট তোমার মুক্তি লাভের জন্য সওয়াল করতেছি।” (তিরমিযী)।

এবং আরো বলবে:

(اللهمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُواً أَوْ يَمْشِيْ لَكَ عَلَى جَنَازَةٍ)

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আপনার (ঐ) বান্দাকে রোগ হতে মুক্তি দান করূন যার ফলে সে আপনার সন্তুষ্টির জন্য দুশমনকে প্রতিহত করবে। (আঘাত করবে) অথবা তোমাকে খুশী করার উদ্দেশ্যে জানাযা ছালাতের দিকে হেটে যাবে।" (আবু দাউদ)

আরো বলবে:

(بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ ، وَعَيْنِ كُلِّ حَاسِدٍ ، بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ ، وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ)

অর্থ: "আমি তোমাকে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু হতে, প্রত্যেক আত্মার অনিষ্ট হতে, প্রত্যেক হিংসুকের বদনযর হতে, আল্লাহর নামে ঝাড়ফুক করছি। আল্লাহর নামে তোমাকে ঝাড়ফুক করছি , আল্লাহই তোমাকে আরাগ্য দিবেন।" (তিরমিযী)

অনুরূপ ভাবে তার নিকট সরা ফাতেহা, মুআওরেযাত তথা সরা ইখলাস, ফালাক, নাস, এবং আয়তাল কুরসী পাঠ করবে।

রোগী যখন স্বীয় জীবনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে তখন বলবে:

(اللهمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ والْحِقْنِيْ بِالرَّفِيقِ)

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করূন, রহম করূন এবং উচচাঙ্গের বন্ধুর (আল্লাহ্র) সাথে মিলিয়ে দিন।" (বুখারী ও মুসলিম)।

অথবা বলবে:

(اللهمَّ الرَّفِيْقَ الأعْلَى)

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সর্বোচচ বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দিন।" (মুসলিম)

কোন অসুবিধার কারনে মৃত্যু কামনা করা বৈধ নয়। কারন হাদীছে আছে ঃ নবী (সা:) বলেন: তোমাদের কেউ যেন বিপদাপদ আসার কারনে মৃত্যু কামনা না করে বরং সে যেন এই কথা বলেঃ

(اللهمَّ احْيِنِيْ ماَ كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِيْ ، وَ تَوَفِّنِيْ إذاَ كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِيْ)

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে জীবিত অবস্থায় রাখুন যতদিন পর্যন্ত আমার জীবিত থাকা আমার জন্য মঙ্গল হবে। এবং আমাকে মৃত্যুদান করূন যদি মৃত্যু আমার জন্য মঙ্গল হয় ।" (বুখারী, আব দাউদ)

অবশ কোন ব্যক্তি যদি নিজের উপর ফিৎনা ফাসাদের ভয় করে তার অবস্থা ব্যতিক্রম।

যে ব্যক্তি কোন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখবে সে এই দোয়াটি বললে তাকে উক্ত বিপদ পৌছবে না। (তিরমিযী) ।দোয়াটি হল:

(الْحَمْدُ للّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِماَّ ابْتَلاَكَ بِهِ ، وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً)

"সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে যে পরীক্ষায় ফেলেছেন তা থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং আমাকে তার সৃষ্টি কুলের অনেকের উপরে ফযীলত (মর্যাদা) দান করেছেন।"

অসুস্থ ব্যক্তি দেখতে যাওয়ার ফযিলত ঃ

নবী (সা:) বলেন: "নিশ্চয় যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি তার অসুস্থ ভাইকে দেখতে যায় তখন সে জান্নাতের খেরাফতে মগ্ন থাকে। জিজ্ঞাসা করা হল, জান্নাতের খেরাফত কি? তদুত্তরে তিনি বললেন: উহার ফল চয়ন করা।" (তিরমিযী)

নবী (সা:) আরো বলেনঃ" যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি সকাল বেলায় অপর মুসলিম ভাইকে দেখতে যায় তাহলে সন্ধা হওয়া পর্যন্ ৭০ হাজার ফেরেস্তা তার উপর রহমত বর্ষণের দোয়া করতে থাকে। আর যদি তাকে দেখতে যায় সন্ধা বেলায় তবে সকাল পর্যন্ ৭০ হাজার ফেরেস্তা তার রহমতের জন্য দোয়া করতে থাকে।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ প্রভৃতি)

(খ) কারো মৃত্যুর সময় সন্নিকট হলে যা করা বিধি সম্মতঃ

তাকে কিবলা মুখী করা সুন্নত (অর্থাৎ- অসুবিধা না হলে ডান পার্শে শুইয়ে দিবে এবং তার মুখ কিবলার দিকে ফিরাবে।) অত:পর তাকে তালকীন দিবে কলেমা শাহাদাতের, অর্থাৎ: তাকে নির্দেশ দিতে হবে কলেমা শাহাদাত বলার। কারন রসলুল্লাহ্ (সা:) বলেছেন: তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন হক্ব উপাস্য নেই" বলার তালকীন দাও। কারন যে মুসলিম ব্যক্তি উক্ত কালেমাটি বলবে তাকে ঐ কালেমাই জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দিবে। (আহমদ, মুসলিম ও সুনান চতুষ্টয়)

বিরক্তি বোধের আশংকা থাকলে উহা উচচারণ করার জন্য তার উপরে বার বার চাপ দেওয়া যাবে না । তবে যদি কলেমা বলার পর অন্য কোন কথা বলে । তাহলে উহা পণরায় তালকীন করা বিধি সম্মত, যাতে করে উহাই শেষ কথা হয়। কেননা নবী (সা:) বলেন: যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে "লাইলা-হা ইল্লাল্লাহ্" সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। - (আব দাউদ)

(গ) মৃত ব্যক্তির প্রস্তুতি পর্ব ঃ

১) মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলে তার চক্ষুদ্বয় বন্দ করে দেওয়া এবং নিম্নের দোয়াটি বলা মাসনন:

(اللهمَّ اغْفِرْ (لِفُلانٍ) وَارْفَعْ درجَتَهُ في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وافسح له في قبره ونور له فيه)

অর্থ: হে আল্লাহ্ আপনি (উমুক) ব্যক্তিকে ক্ষমা করূন, হেদায়েত প্রাপ্তদের মাঝে তার মর্যাদা উচ করে দিন। এবং যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্যে তার প্রতিনিধি বানিয়ে দিন। হে সমস্ জগতের প্রতি পালক! আমাদের ও তার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। তার কবরকে প্রশস্ করত: তার জন্য উহা আলোকময় করে দিন। (মুসলিম)

২) মৃতের সমস্ শরীর একটি চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া সুন্নত। হযরত আয়েশা (রা:) বলেন: রসলুল্লাহ্ (সা:) যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন তাকে হেবারা নামক স্থানের চাদর দিয়ে আবৃত করা হয়েছিল।

অবশ্য যদি ঐ মৃত ব্যক্তি ইহরামের অবস্থায় মৃত বরণ করে তবে তার মাথা ও মুখমন্ডল আবৃত করা যাবে না বরং উহা খুলে রাখাই মাসনন। (বুখারী, মুসলিম ও বায়হাকী। অবশ্য বুখারীর হাদীছে মুখমন্ডল ঢাকার কথা আসেনি)

৩) তাকে মাটি হতে উঠিয়ে উচু স্থানে রাখা সুন্নত। অতঃপর তার শরীর থেকে কাপড় খুলে নিয়ে মানুষের চোখের আড়াল হয় এমন ভাবে তাকে কাপড় দিয়ে ঘিরে দিবে। অতঃপর তার পেটে ভারী কিছু রেখে দিবে যাতে পেট ফুলে না যায়।

৪) মৃত ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করা জায়েয তবে এই সংবাদ স্বাভাবিক হতে হবে। উঁচু স্বরে চিৎকার করে নয়।

ঘ) মৃতকে গোছল দেয়া ও কাফন পরানোর বিধান ঃ

উহা ফরযে কেফায়া। মৃত পুরূষ ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার জন্য সব থেকে হকদ্বার ব্যক্তি হল তার পক্ষ থেকে অসিয়ত কৃত ব্যক্তি। অত:পর পিতা, তারপর দাদা, তারপর সব থেকে যারা নিকটাত্মীয় তারা।

কিন্তু মহিলাকে গোসল দেওয়ার জন্য সব থেকে বেশী হকদ্বার হল তার মা অত:পর তার নিকটাত্মীয় মহিলাগণ। কোন পুরূষ মহিলাকে গোসল দিবে না তবে তার স্বামী তাকে গোসল দিতে পারে।

যুদ্ধের শহীদ ব্যক্তি থেকে লোহা ইত্যাদি খুলে ফেলতে হবে। অত:পর যে কাপড় নিয়ে সে শহীদ হয়েছে তাতেই তাকে দাফন করতে হবে । তাকে গোসল দিবে না। তার জানাযাও পড়া ওয়াজেব নয়।

আর মুহরেম ব্যক্তিকে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে। সেলাই যুক্ত কাপড় ও সুগন্ধি তাকে দেয়া যাবে না। তার মাথা ঢাকা যাবে না। কারন সে কিয়ামত দিবসে তাকবীর পাঠকারী অবস্থায় পুনরূত্থিত হবে।

কোন মুসলিম ব্যক্তি কাফের বা যিম্মি (কর দিয়ে মুসলিম দেশে অবস্থান কারী কাফের হয় সে ইহুদী হোক কিংবা খৃষ্টান বা মুশরিক) ব্যক্তিকে গোসল দিবে না। তাদেরকে কাফনও পরাবে না, তাদের উপর জানায়ার ছালাতও পড়বে না। তাদের মৃত লাশের সাথেও যাবে না বরং শুধ তাদেরকে সমাধিস্ করে দিবে।

ঙ)মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ও কাফন পরানোর পদ্ধতি:

উহা জানাবাতের (নাপাকী থেকে পবিত্রতার্জনের) গোসলের পদ্ধতির মত-ই। মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর সময় তার গোপনাঙ্গকে অবশ্যই ঢেঁকে দিবে। অত:পর তার পেটে হালকা চাপ দিবে। অত:পর (গোসলদান কারী) নিজ হাতে এক খানা কাপড়ের টুকরো বা ঐ জাতীয় কিছু জড়িয়ে নিবে অত:পর তার শৌচকার্য সমাধা করবে। অত:পর তাকে ছালাতের ওযর ন্যায় ওয করাবে। তবে শুধু কুল্লী ও নাকে পানি দিবে না। অর্থাৎ তার নাক ও মুখে পানি প্রবেশ না করিয়ে এমনি শুধ উহা তুলা দিয়ে ভিজাবে। অত:পর তার মাথা ও দাড়ী কুলের পাতা দিয়ে ধৌত করবে। তার ডান পার্শ এবং পরে বাম পার্শ ধৌত করবে।

অত:পর অনুরূপ ভাবে তাকে দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার গোসল দিবে। । যদি তার থেকে কোন কিছু বের হয় তবে তুলা দিয়ে তা বন্ধ করে দিবে। যদি তবুও বাধা না মানে তবে মাটি দিয়ে বন্ধ করবে এবং পনরায় তাকে ওয করাবে। যদি তিনবার গোসল দেয়াতেও পরিষ্কার না হয তবে পাঁচ বা সাত পর্যন্ বর্ধিত করবে। অত:পর একটি শুকনা কাপড় দিয়ে তার শরীরকে মুছে নিবে। তার জোড়ের স্থান গুলোতে এবং সিজদা করার স্থান গুলিতে সুগন্ধি দিবে। এবং তার কাফনকে সুগন্ধি যুক্ত করবে।

যদি মৃত ব্যক্তির মোচ অথবা নখ লম্বা থাকে তাহলে তা কেটে ফেলবে। তার চুল আঁচড়াবে না। মহিলা হলে তার চুলকে তিনটি বেনীতে বিভক্ত করত: তা পিছনে ঝুলিয়ে দিবে। আর যদি তার শরীরের কিছু অংশ ছিড়ে যাওয়ার কারণে বা ফেটে যাওয়ার কারনে কিংবা বিদগ্ধ হওয়ার কারনে ধৌত করা সম্ভব না হয় তবে যে টুকু ধৌত করা সম্ভব সেটুকুই ধৌত করবে।

যদি উক্ত কারণে বা পানি না পাওয়ার কারনে তাকে ধৌত করা কষ্টকর হয় তবে তাকে তায়াম্মুম করাতে হবে। যদি তার অঙ্গ প্রতঙ্গের কিছু অংশ পাওয়া যায় তবে তাকে গোসল করাতে হবে এবং ছালাত পড়তে হবে।

চ) দাফনের জন্য কাপড়ের সংখ্যাঃ

মৃত ব্যক্তির সর্বাঙ্গ আবৃত করা ওয়াজেব। যাতে করে তার শরীরের কোন অংশ প্রকাশ না পায়। যদি উহা একটি কাপড়ও হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

পুরূষ ব্যক্তিকে তিনটি সাদা সুতি কাপড়ে কাফন দেওয়া সুন্নত। একটিকে অপরটির উপর বিছিয়ে দিতে হবে এবং তাকে চিত করে ঐ কাপড় গুলোর উপর রেখে দিতে হবে। অত:পর প্রথম কাপড়ের বাম দিকের উপর অংশ তার ডান পার্শে এবং তার ডান অংশ মৃতের বাম পার্শে ফিরিয়ে দিতে হবে। অনুরূপ পন্থায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কাপড়ও লাশের সাথে জড়ায়ে দিতে হবে।

মহিলা হলে তাকে পাঁচটি কাপড়ে এবং বালক সন্তানকে একটি কাপড়ে কাফন দিতে হবে।

ছোট সন্তানকে একবারই গোসল দেওয়া ওয়াজিব। তবে গোসল এমন ভাবে হতে হবে যাতে করে তার সমস্ত শরীর ভিজে যায়। গর্ভধারিনী মৃত্যু বরণ করলে তার পেট কাটা যাবে না তবে যদি গর্ভস্থ শিশুর জীবিত থাকার ব্যাপারে নিশ্চিয়তা থাকে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু যদি গর্ভস্থ সন্তান মৃত হয় তবে তাকে বের করতে হবে না।

মৃত ব্যক্তির গোসলের পুনরাবৃত্তি, কাপড় ও খোশবু বর্ধিত করা সুন্নত। কাফনের কাপড় পরিষ্কার, সাদা ধবধবে সুতি সুতার হওয়া সুন্নত। যাফরান দ্বারা রঞ্জিত অথবা মুআসফফার (একপ্রকার লাল রং বিশেষ) এবং কারূ কার্য খচিত কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ। (অনুরূপ ভাবে) কাফনের কাপড় চামড়া, রেশম,স্বর্ন দ্বারা হলে তা হারাম হবে।

ছ) মৃতের উপর জানাযার ছালাত আদায় করার বিধান ও তার পদ্ধতি:

জানাযার ছালাত আদায় করা ফরযে কেফায়া। {অর্থাৎ কিছু সংখক লোক আদায় করলেই সকলের পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হবে। আর যদি কেউ-ই জানাযা না পড়ে তবে (ঐ এলাকার) সকলেই গুনাহগার হবে ইহাই ফরযে কেফায়ার মর্ম}

জানাযা ছালাতের পদ্ধতি:

ইমাম (জানাযা নামাযের সময়) পুরূষের বক্ষ বরাবর এবং মহিলার শরীরের মধ্যস্থান বরাবর দাঁড়াবে। অত:পর আল্লাহু আকবার বলে আউযুবিল্লাহ্ ...ও বিসমিল্লাহ্... পাঠ করতঃ সরা ফাতেহা পাঠ করবে। ছানার দোয়া পড়বে না। অত:পর দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে নবী (সা:) এর উপর তাশাহহুদের দরূদের ন্যায় দরূদ পাঠ করবে। অত:পর তৃতীয় তাকবীর দিবে এবং মৃতের জন্য যে কোন দোয়া বলবে। যেমন: (এই দোয়াটি বলতে পারে)

(اللهم اغفر لحينا وميتنا ، و شاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لاتحرمنا أجره ولاتضلنا بعده) – رواه ابن ماجه

অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত অনুপস্থিত, ছোট ও বড় নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করূন। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের উপরে জীবিত রাখুন। এবং যাদেরকে মৃত্যু দান করেন তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করূন। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তার সওয়াব হতে বঞ্চিত করিয়েন না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করিয়েন না। (ইবনে মা-জাহ্, আব দাউদ শব্দ ইবনু মাজাহ্ এর)

অথবা এই দোয়া বলবে:

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ واَعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِّنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ)

অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া করূন, তাকে পুর্ণাঙ্গ নিরাপত্তায় রাখুন। তাকে মাফ করে দিন। তার আতিথেয়তা সম্মানজনক করুন। তার বাসস্থানকে প্রশস্থ করে দিন। আপনি তাকে ধৌত করুন পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে। তাকে গুনাহ হতে এমন ভাবে পরিষ্কার করুন যেমন করে সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়।

তাকে তার দুনিয়ার ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর দান করুন। তার দুনিয়ার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার দান করুন। আরো তাকে দান করুন তার (দুনিয়ার) স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী। তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করিয়ে দিন। আর তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব হতে পরিত্রাণ দিন। (ছহীহ্ মুসলিম ২/৬৬৩)

ছোট শিশু হলে তার জন্য এভাবে দোয়া করবে:

(اللهم أعذه من عذاب القبر)

হে আল্লাহ্ আপনি তাকে কবরের আযাব হতে বাচিয়ে নিন। (হাকেম)

অত:পর চতুর্থ তাকবীর দিবে এবং ডান দিকে একটি মাত্র সালাম দিবে। (দারাকুতনী (১৯১) হাকেম (১/৩৬০) অবশ্য দুই সালাম ও দেওয়া যায়। দ্রষ্টব্য: (বায়হাকী (৪/৪৩) ত্বাবারানী, মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ (৩/৩৪), আহকামল জানায়েয পৃ: ১৬২)

দোয়ায় সর্বনামটিকে মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করবে। অর্থাৎ-(বলতে হবে **(اللهم اغفر لها**

(প্রত্যেক তাকবীরে রফউল য়াদায়েন করবে। [ইহা সাহাবী ইবনে উমার হতে প্রমানিত]

জানাযার ওয়াজেব বিষয় সমহ হল:

(১)তাকবীর গুলো (চারটি তাকবীর), (২) ফাতেহা পাঠ, (৩) নবীর (সা:) উপরে দরূদ পাঠ, (৪) এবং জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তির জন্য নিম্নপক্ষে (সংক্ষিপ্ত) একটি দোয়া পাঠ,(৫) অতঃপর সালাম ফিরানো।

কববে জানাযার ছালাত আদায় করা ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বৈধ যে তার জানাযা পড়তে পারেনি। তবে শর্তহল ঐ মৃতের উপর দীর্ঘ সময় যেমন একমাস কাল বা তদুর্ধ কাল যেন আতিবাহিত না হয়। কবরে জানাযা পড়ার সময় কবরকে তার ও কিবলার মাঝে রাখবে এবং জানাযা ছালাত পড়বে (এভাবে কবরে জানাযা পড়া বিধি সম্মত) কেননা ইহা নবী (সা:) হতে ছয় টি সত্রে বর্ণিত হয়েছে। যার সবকটি সত্রই হাসান (উত্তম) বা গ্রহণ যোগ্য।

গায়েবানা (অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর) জানাযা হাযেরানা (উপস্থিত ব্যক্তির উপর) জানাযার মতই বিধি সম্মত। তবে প্রত্যেক মৃত্যু ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়া দরকার নেই। নবী (সা:) শুধ মাত্র নাজ্জাশী (আবিসিনিয়ার বাদশা) এর গায়েবানা জানাযা পড়েছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

জ) মৃত ব্যক্তিকে বহন ও দাফন করা:

উহাকে বহন করা ও দাফন করা ফরযে কেফায়াহ। তবে সুন্নত হল চার জন পুরূষ মিলে উহা বহন করা (ও কবরস্থানে নিয় যাওয়া)।

আরো সুন্নত হল: পদব্রজে গমণ কারী ব্যক্তি তার সামনে দিয়ে চলা এবং আরোহী ব্যক্তিকে তার পিছে পিছে চলা কারণ নবী (সা:) তাই করেছেন।

উহার (মৃতের) জন্য দন্ডায়মান হওয়া ও উহার উদ্দেশ্যে উচচ স্বর করা (যদিও তা যিকির কিংবা কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে হয়) মাকরূহ।

কবরকে এমন ভাবে গভীর করা মাসনন যাতে করে কোন হিংস্র জন্তু উহা খোদাই না করতে পারে এবং যেন তা থেকে দুর্গন্ধ বের না হয়।

কবরে লাশ প্রবেশ করানোর সময় মাসনন দোয়া হল :

(بسم اللّٰه، وعلى ملة رسول اللّٰه)

অর্থাৎ আল্লাহর নামে ও রসলের (আনীত মনোনীত) ধর্মের উপর আমি তাকে কবরে সমাহিত করছি। (আহমাদ)

অথবা আব দাউদে যে শব্দ এসেছে তা বলবেঃ

(بسم اللّٰه، وعلى سنة رسول اللّٰه)

অর্থ: আল্লাহর নামে এবং রাসলের (সা:) সুন্নাতের উপরে আমি তাকে সমাহিত করছি।

ওয়াজেব হল: তাকে কিবলা মুখী করা, অবশ্য ডান কাধের দিকে রেখে কেবলা মুখী করা মাসনন। প্রয়োজন ব্যতীত দুজনকে এক কবরে সমাহিত করা যাবে না। যেমন উহুদ যুদ্ধে এক কবরে একাধিক জনকে প্রয়োজনের তাগীদেই সমাহিত করা হয়ে ছিল।

যে ব্যক্তি মৃতের উপর জানাযা ছালাত পড়বে সে এক ক্বীরাত সওয়াব পাবে। এবং যে ব্যক্তি তার জানাযা পড়বে অত:পর তার পিছে পিছে যাবে, তার কাফন দাফনে উপস্থিত হবে (শরীক হবে) তার জন্য রয়েছে দুই ক্বীরাত নেকী। আর কীরাত হল: ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ।

বুগলী কবর সাধারন কবর অপেক্ষা উত্তম। মৃতের কবরে তার মাথার দিক হতে তিন খাবল মাটি নিক্ষেপ করা সুন্নত।

তাকে (মৃত ব্যক্তি)কে বুগলী কবরে রাখার পর তার পাশে কাঁচা ইট খাড়া করবে যেমন রাসলুল্লাহ (সা:) এর ক্ষেত্রে হয়েছিল। কবরে পাকা ইট প্রবেশ করাবে না। অনরূপ ভাবে কোন কাষ্ট, এবং এমন বস্তু যা আগুন স্পর্শ করেছে –কবরে প্রবেশ করাবে না। কবরে মাটি ঢেলে তা বরাবর করে দিবে। এবং কবরকে মাত্র এক বিঘাত পরিমাণ যমীন হতে উচু করবে। অতঃপর কবরের অতঃপর কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দিবে।

মৃতকে দাফন করা সকল সময়ে বৈধ। শুধু মাত্র সর্য উদিত হওয়া, সর্য অস্মিত হওয়া, সর্যের আসমানের মধ্যভাগে অবস্থান করার সময়গুলি এর ব্যতিক্রম। (অর্থাৎ- এসময় তা জায়েয নয়।)

(দাফন শেষে) মৃতের মাথার পাশে ও পায়ের নিকটে দুটি পাথর (বা এ জাতীয় কোন বস্তু) খাড়া করবে। কবরের উপরে নয়। রসলে করীম (সা:) যখন মৃত ব্যক্তির দাফন কার্য হতে অবসর নিতেন তখন তার (মাথার) পাশে দাড়িয়ে বলতেন:

"তোমরা তোমাদের (মৃত) ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যে সে যেন দৃঢ় পদ থাকতে পারে সে জন্য প্রার্থনা কর কারণ সে এক্ষনেই জিজ্ঞাসিত হবে"। (আব দাউদ)।

ঝ) সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করা এবং তার সামাজিক প্রভাব:

মুসলিম ব্যক্তির জন্য তিন দিন পর্যন্ত শোক সমবেদনা প্রকাশ করা মাসনন। কারন এ তিন দিনই শোক পালনের মেয়াদ (অবশ্য স্ত্রী এর ব্যতিক্রম)। তবে হাঁ যদি সে অনুপস্থিত থাকে তাহলে সে উপস্থিত হলে তাকে সমবেদনা জানাবে,শান্তনা দিবে এবং বলবে:

(إن الله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصبر ولتحتسب)

অর্থঃ নিশ্চই আল্লাহরই জন্য যা তিনি গ্রহণ করেছেন। এবং যা দান করেছেন তাও তারই জন্য। আর তার নিকট প্রতিটি বস্তুর একটি নির্দষ্ট সময় রয়েছে। সুতরাং তোমার ধৈর্য ধারন করা ও উহার সওয়াব কামনা করা উচিত"। (বুখারী ও মুসলিম)। সমবেদনা ও সান্তনা দেওয়ার জন্য (আলাদা ভাবে) বৈঠক করা মাকরূহ্ (ঘৃনিত কাজ)।

নিশ্চয় এই শান্তনা দান মুসলমানদের মধ্যে প্রীতিভাব ও দুঃখ মোচনে সহযোগীতা করে। অনুচচ স্বরে, গুনকীর্তন না গেয়ে, জোরে না চিল্লায়ে মৃতের জন্য ক্রন্দন করা মাকরূহ্ নয়। নিয়াহা করা তথা উচচ স্বরে ক্রন্দন ও তার শুভ কাজগুলির বর্ণনা করা মাকরূহ্। বরং ধৈর্য ধারন করবে এবং সওয়াবের আশা করবে। তাহলেই আল্লাহ্ তাকে তার মুসীবতের ঘাটতিকে পুরন করে দিবেন। এবং তাকে তার বিনিময় দিবেন।

অনুরূপ ভাবে: কাপড় ছিড়ে ফেলা, গালে চপেটাঘাত মারা, চিল্লায়ে ক্রন্দন করা। চুল উঠিয়ে ফেলা, চুল কামিয়ে ফেলা। এবং নিজের উপর বদ দোয়া করা (এগুলো সবই) হারাম, কারণ এগুলো সবই জাহেলী যুগের লোকদের বৈশিষ্ট্য।

যার কোন লোক মারা যাবে অথবা কোন প্রকার মসীবতে পতিত হবে তাকে লক্ষ করে এই দোয়াটি বলা শরীয়ত সম্মতঃ

(إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهمَّ أجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ واخْلُفْلِيْ خَيْراً مِنهُ)

অর্থ: ''আমরা আল্লাহর জন্যই এবং তার নিকটই আমরা প্রত্যাবর্তন কারী। হে আল্লাহ আপনি আমাকে এই মসীবতের বিনিময় দান করূন এবং আমার জন্য উহার চেয়ে উত্তম প্রতি নিধি দান করূন'' যে ব্যক্তি অত্র দোয়াটি পড়বে আল্লাহ তাকে অবশ্যই তার মসীবতের বিনিময়ে সওয়াব দান করবেন। এবং ঐ মসীবতের চেয়ে উত্তম প্রতিনিধি তাকে দান করবেন। (মুসলিম)।

ঞ) কবর যিয়ারত ঃ

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর না করেই এমনি সাধারন ভাবে কবর যিয়ারত করা শুধু মাত্র পুরষদের জন্য বিধি সম্মত, মহিলাদের জন্য বিধি সম্মত নয়।

(কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এ জন্যই সফর করা যাবে না) কারন মাত্র তিনটি মসজিদ (বায়তুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা) ব্যতীত অন্য কোন দিকে {নেকীর উদ্দেশ্যে} সওয়ারী বাধা তথা সফর করা যাবে না। (বুখারী-মুসলিম)

যে ব্যক্তি কবর যিয়ারত করবে অথবা কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তার জন্য এই দোয়াটি বলা সুন্নতঃ

(السلام عليكم أهلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وإنا إنْ شاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ ويَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ أسألُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.)

অর্থ: হে কবরের অধিবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ - আপনাদের প্রতি শান্তি ধারা বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আমরাও আপনাদের সাথে এসে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদের পর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের উপর রহম করূন, আমরা আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। - (মুসলিম, ইবনে মাজাহ্ তবে শব্দ ইবনে মাজার)

কবরে চেরাগ (বাতি) জালানো, কবর পাকা করা, তার শ্রদ্ধা করা, তা থেকে বরকত গ্রহণ করা, তাকে তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করা (ইত্যাদি সবই) হারাম। অনুরুপ ভাবে কবরকে অপদস্ত করা, উহাকে চলার রাস্তা বানিয়ে নেওয়া এবং উহাকে ময়লা আবর্জনার স্থানে পরিনত করাও অবৈধ। কারন মৃত অবস্থায় মুসলিম ব্যক্তির সম্মান জীবিত অবস্থায় থাকা কালীন সম্মানের মতই। অনুরুপ ভাবে কবরে বসা, কবরকে পা দিয়ে পিষ্ট করা অথবা কবরস্থানে কন্টকের ভয় ছাড়াই জুতাসহ হাটা অবৈধ। ঠিক অনুরূপ ভাবে মসজিদের মধ্যে অথবা অন্যের অধীকৃত জমিতে মৃতকে দাফন করা হারাম।

প্রশ্ন মালা:

প্রশ্ন/১) নিম্নে বর্ণিত মাসআলাহ গুলির একটি করে দলীল উল্লেখ কর: (ক) প্রত্যেক মানুষ অচিরেই মৃত্যুবরণ করবে (খ) যে ব্যক্তি তার শরীরে ব্যথা অনুভব করবে সে কি বলবে। (গ) যে ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির যিয়ারত করবে সে কি বলবে।(ঘ) শরীয়ত সম্মত ঝাড়ফুক। (ঙ) যখন কোন ব্যক্তি নিজের জীবনের উপর বিতৃষ্ণ হবে। (চ) কোন অসুবিধার কারনে মৃত্যু কামনা করা জায়েয নয়। (ছ) যে ব্যক্তি কোন আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে পাবে। (জ) পীড়িত ব্যক্তির জন্য যিয়ারত করার ফযীলত।

প্রশ্ন/২) মৃত্যুর কবলে পড়া ব্যক্তিকে কি ভাবে কলেমায়ে শাহাদতের তালকীন দিতে হবে? যে ব্যক্তির শেষ কথা কলেমায়ে শাহাদাত হবে তার ফযীলত কি?

প্রশ্ন/৩) ঐ সুন্নতগুলো কি কি যা শরীর হতে আত্মা বিয়োগের পরে সম্পাদন করতে হয়?

প্রশ্ন/৪) শুন্যস্থান পরণ কর:

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর বিধান ----------

পুরূষ ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার জন্য সব থেকে বেশী হকদার হল: ---------- অত:পর----------অত:পর ----------

কিন্তু (মৃত) মহিলাকে গোসল দিবে----------অত:পর--------

প্রশ্ন/৫) যুদ্ধের ময়দানে শহীদ এবং মুহরিম ব্যক্তির মধ্যে নিম্নের বিষয় গুলিতে কি পার্থক্য ?
গোসল করানো, কাফন পরানো, জানাযা ছালাত আদায় করা, দাফন করা।

প্রশ্ন/৬) কোনটি ভূল বাক্য এবং কোনটি শুদ্ধ বাক্য চিহ্নিত কর এবং ভূল বাক্যটিকে শুদ্ধ কর:

ক) মুসলিম ব্যক্তির জন্য কোন কাফের ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া, কাফন পরানো, জানাযা ছালাত পড়া জায়েয নয়। তবে যে ব্যক্তি যিম্মি হবে তাকে মুসলিম ব্যক্তির জন্য গোসল করানো, কাফন পরানো, ও তার জানাযা আদায় করা বৈধ ( )।

খ) যখন মৃত ব্যক্তিকে টুকরা টুকরো হয়ে যাওয়ার কারনে, পুড়ে যাওয়ার কারনে, পানি না থাকার কারনে গোসল দেওয়া সম্ভব হবে না তখন তাকে তায়াম্মুম করাতে হবে ( )।

গ) মৃত ব্যক্তির সমদয় সতর ঢাঁকা সুন্নত যদিও তা এমন একটি কাপড় দিয়েও হয় যা গায়ের চামড়ার রূপ বর্ণনা দেয় না (অর্থাৎ যা পরলে শরীরের রং প্রকাশ পায় না ( )।

প্রশ্ন/৭) নিম্নের প্রত্যেকটি বিষয়ের পদ্ধতি সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ কর:
মৃতকে গোসল দেওয়া / মৃতকে কাফন পরানো / মৃতের উপর জানাযা ছালাত আদায় করা / মৃতকে দাফন করা।

প্রশ্ন/৮) মৃত ব্যক্তির উপর ছালাতে জানাযা পড়ার বিধান উল্লেখ কর?
পুরূষ এবং মহিলার কোন স্থান বরাবর ইমাম দাঁড়াবে ? কোন ব্যক্তির জন্য কি মৃতের জানাযা ছালাত কবরের উপরে পড়া বৈধ? গায়েবানা জানাযা ছালাত পড়ার পদ্ধতি কি?

প্রশ্ন/৯) মৃতকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার বিধান বর্ণনা কর। একাজে কি পরিমান সওয়াব নিহিত রয়েছে?

প্রশ্ন/১০) যে সময় গুলোতে দাফন করা নিষিদ্ধ ঐ সময়গুলো কি কি? দাফন কার্য সমাধার পর কি কি করা সুন্নত সম্মত ?

প্রশ্ন/১১) মৃতের আত্মীয়কে শান্না দানের বিধান কি? এবং তাকে কি বলবে?

প্রশ্ন/১২) নিয়াহাহ্ ও নাদাব কাকে বলে? এদুটির বিধান কি?

প্রশ্ন/১৩) যে ব্যক্তি মসীবতে পতিত সে কি বলবে? কবর যিয়ারত কারী ব্যক্তি কি বলবে?

প্রশ্ন/১৪) বেশ কিছু হারাম কাজ কবর ও কবরস্থানে ছড়িয়ে পড়েছে ঐগুলি হতে পাঁচটি উল্লেখ কর।

সমাপ্ত